কুড়মালি ভাষাতত্ত্ব



ক্ষুদিরাম মাহাত

কুড়মালি ভাষাতত্ত্ব

সম্পাদনা:
ক্ষুদিরাম মাহাত
বি, এ, বি, এল

মুলকি কুড়মালি ভাখি বাইসি

Kudmali Vasa-Tatwa

By
Khudiram Mahato

❖ হকদার : মনতোষ মাহাত, নডিহা, পুরুলিয়া।

❖ দসর খেপ : ২৫ সেপটেমবর, ২০২৩

❖ নিখরন : কিরিটি মাহাত, মুলকি কুড়মালি ভাখি বাইসি।

❖ মলাট : ললিত মাহাত

❖ আখর বিছন : বুদ্ধেশ্বর মাহাত

❖ উখড়ন : সারনা প্রিন্টার্স, মহানন্দ চক্রবর্তী লেন, মুনসেফডাঙ্গা, পুরুলিয়া।

❖ পাউএক ঠেকান : সারনা প্রিন্টার্স, মহানন্দ চক্রবর্তী লেন, মুনসেফডাঙ্গা, পুরুলিয়া।

❖ বেহরি : ৬০ টাকা

উছুগ্‌গুন

মুলুকেক কুড়মালি বজকইআ লকরাকে

নিবেদন

এই গ্রন্থে কুড়মালি ভাষার প্রসার-পরিধি ব্যাকরণগত নিজস্ব ঐতিহ্য, লোকগীতি দেওয়া হইয়াছে। মুন্ডারি ভাষা গোষ্ঠী বাদ দিলে 'ঝাড়খন্ড' বা ছোটনাগপুর অঞ্চলের ইহাই ব্যাপক ভাষা। বহুপূর্ব্বে খৃষ্টান মিশনারিগণ এই ভাষায় New Testament অনুবাদ করেন। সেদানী বলিয়া যে ভাষা, তাহা রাঁচী ইউনিভার্সিটি গ্রহণ করিয়াছে। মুন্ডারী গোষ্ঠী জোটের কথিত এই নাম। ইহার অর্থ— অমুন্ডারি গোষ্ঠী জোটের ভাষা। হাজারিবাগে তথা পুরাতন নাগপুরিয়া রাজ্যে ইহা 'নাগপুরিয়া' নামে পরিচিত, রাঁচীর পাঁচ পরগনাতে পাঁচ-পরগনিয়া বলিয়া পরিচিত কিন্তু সর্ব্বত্রই ইহার নাম 'কুর্মালি'। ঝাড়খন্ড ঘন জঙ্গলময় ছিল। অথচ এই ভাষা এখানের বহু প্রাচীন ভাষা আধুনিক লেখকগণ যেভাবে এই ভাষাকে এড়িয়ে গেছেন ঠিক তদনুরূপ বা অন্য কোন কারণে এই ভাষার উল্লেখ ইতিহাসে দেখা যায় না। তাই সত্যের প্রকাশই এই পুস্তিকার উদ্দেশ্য।

শ্রদ্ধেয় ডাঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বইগুলি পড়ে অনেক সাহস ও সহায়তা পেয়েছি; সেজন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। অন্যান্য বই হইতে সংগ্রহ জন্য সেই সেই লেখকদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। পুরুলিয়ার ত্রৈমাসিক 'ছত্রাক' গোষ্ঠী ধারাবাহিক ভাবে কুড়মালি সম্বন্ধে লেখা প্রকাশ করিয়া আমাকে যে উদ্দীপনা দিয়াছে তজ্জন্য আমি কৃতজ্ঞ।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভাষা সংরক্ষণ জন্য রাঁচী ইউনিভার্সিটির ন্যায় বর্দ্ধমান ও কলিকাতা ইউনিভার্সিটি এগিয়ে আসবে বলে আশা ও ভরসা পোষণ করি।

শ্রী ক্ষুদিরাম মাহাত

৩রা ভাদ্র, ১৩৮০

কুড়মালি ভাষাতত্ত্ব

মানব সমাজের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তনে যেমন একই কথ্য ভাষা হইতে বিভিন্ন কথ্য ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে এবং কালের গতিতে অঞ্চল বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন লিপির সৃষ্টি হইয়াছে, তেমনি অন্যদিকে রাজ্যের উত্থান-পতনে, বিজয়ী ও বিজীতের মধ্যে ভাবধারার প্রভাবে কথ্য ভাষার আবার অনেক ক্ষেত্রে বিনাশও ঘটিয়াছে। আধুনিক সভ্যতা রাজনৈতিক জাগরণ, ভাষাপ্রচার ও প্রসার লিপ্সা আবার আলেখ্য লিপিহীন, সাহিত্যহীন, অনগ্রসর অঞ্চলের অনেক ভাষাকে উচ্ছেদ অবলুপ্তি ঘটাইতে বদ্ধ পরিকর। ভাষাক্ষেত্রে এই ভাবধারার ক্রম বিবর্তনের এক লীলাভূমি বলা যেতে পারে 'ঝাড়খন্ড'। লোক সংস্কৃতি সমৃদ্ধ ঝাড়খন্ডের জাতীয় জীবন আধুনিক গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। বিশেষ করিয়া এই অঞ্চলের লোকগীতি ও লোকভাষা আলোচনার বিশেষ বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। ইহা সুখের বিষয় হইলেও এই অঞ্চলের ভাষার সহিত আত্মিক পরিচয় না থাকায় বা অন্য কোন কারণেই হউক তাহাতে অনেক বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইতেছে। বিভ্রান্তির প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্য লইয়া ইহা লেখা হইতেছে।

মানব বিকাশের ও ক্রম বিবর্তনের কয়েক সহস্র বৎসরের কোন লিখিত ইতিহাস নাই। কথ্য গীতি ও কথ্য ভাষা তৎকালীন ইতিহাস রচনার খোরাক যোগান দিয়া থাকে। সেই ভঙ্গিতেও এই ভাষার বিশেষ তাৎপর্য্য ও গুরুত্ব আছে বলিয়া আমি মনে করি।

হাজার হাজার বৎসরের ঘাত-সঙ্ঘাতের যে ভাষা বা বোলি অদ্যাপি এক সুবিস্তৃত অঞ্চল জুড়িয়া বাঁচিয়া আছে তাহার প্রকৃত রূপ রেখা অঙ্কিত করা সত্যের প্রচার বলিয়া মনে করিয়া আমি এই লেখায় ব্রতী হই এবং ইহা ব্যতিত আর কোন উদ্দেশ্য নাই।

(২)

কুড়মালি ভাষা বা বোলি ভাষাবিদ্‌গণের বা ঐতিহাসিক লেখকগণের একেবারে অপরিচিত নহে। শ্রী জি এ. গ্রিয়ারসনের ভারতীয় ভাষা পরিসংখ্যানে Linguistic

Survey of India কুড়মালি কথ্য ভাষার উল্লেখ আছে, তিনি ইহাকে পূর্ব্ব মগধী বলিয়াছেন।

শ্রী এইচ, কুপল্যান্ড সাহেবের মানভূম ডিষ্ট্রিক গেজেটিয়ারের ৭২ পৃষ্ঠায় কুড়মালিকে কথ্য ভাষা বলিয়াছে। বলাবাহুল্য ভাষাজ্ঞান পিপাসু সুধীগণ এইসব অঞ্চলের ভাষা বা লোকগীতি সম্বন্ধে লিখিয়া থাকিলেও তাঁহারা কুর্মালি সম্বন্ধে এড়িয়ে গেছেন। দু একজন লেখকের সঙ্গে আলোচনায় জানিয়াছি গ্রামাঞ্চলে এরূপ কোন কথ্য ভাষা আছে বলিয়া তাঁহারা অবহিত নহেন। শহুরে জীবন জন্য এবং গ্রামাঞ্চলের সহিত আত্মিক সম্বন্ধ না থাকায় সে সব সুধীজনের কুর্মালির সহিত অবহিত হইবার সুযোগ ঘটে নাই। পূর্ব্বতন মানভূম, রাঁচি, হাজারিবাগ, পালামৌ ও সিংহভূম জেলার বহু অঞ্চলে এবং পূর্ব্বতন সেরাইকেল্লা, খর্‌সোয়া, কেঁওঝর, ময়ূরভঞ্জ, বোনাই, বামড়া, সুরগুঁজা প্রভৃতি রাজ্যগুলির বহু অঞ্চলের অ-মুন্ডারি গোষ্ঠী জনগণের কথ্য ভাষা 'কুর্মালি' বলিয়া পরিচিত এবং তাহা অদ্যাপি বর্তমান রহিয়াছে। এমনকি এতদ্‌সংলগ্ন মধ্যপ্রদেশের ছত্রিশগড় এলাকার গ্রাম্য কৃষিজীবি সম্প্রদায়ের যে কথ্য ভাষা 'ছত্রিশগড়ী' বলিয়া পরিচিত তাহাও 'কুর্মালি'র অংশ বিশেষ বলা যেতে পারে। স্থান বিশেষ অনেককে ইহাকে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করেন, যেমন রাঁচিতে পাঁচ-পরগনিয়া, হাজারিবাগে 'নাগপুরিয়া' ইত্যাদি। মূলতঃ এইগুলির একত্রিত ব্যাপক নাম 'কুর্মালি' এবং এই নামেই সর্ব্বজন পরিচিত। শ্রদ্ধেয় সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার 'Language and literature of modern India' তে 'সেদানি বা ছোট নাগপুরিয়া' কথ্য-ভাষার উল্লেখ করিয়াছেন। ফলতঃ তাহা 'কুর্মালি' ভাষার নাগপুরিয়া আঞ্চলিক বোলি মাত্র।

(৩)

কুর্মালি কথ্য-ভাষা অদ্যাপি জীবিত থাকার মূলতঃ কারণ ইহার প্রসার পরিধি 'ঝাড়খন্ড' অঞ্চল ব্যাপৃত। পূর্ব্বে কুর্মালির প্রসার পরিধির এলাকাগুলির নাম করা হইয়াছে। সেই এলাকাগুলির একত্র সমাবেশ এবং ঝাড়খন্ডের প্রসার পরিধি প্রায় একই রূপ। অতীতকালে ঝাড়খন্ডের পরিধি সম্বন্ধে যেটুকু জানা যায় তাহা দেওয়া যাইতেছে।

শ্রী শ্রী চৈতন্যচরিতামৃতে 'ঝারিখন্ডের' উল্লেখ আছে।

'ঝারিখন্ড স্থাবর জঙ্গম আছে যত
কৃষ্ণ নাম দিয়া কৈল প্রেমেতে উন্মত্ত। ৪৬
পরে— 'মথুরা যাইবার কালে আসেন ঝারিখন্ড'
ভিল্ল প্রায় লোক তাঁহা পরম পাষণ্ড'। ৫৩

১মটিতে ঝারিখন্ডের কোন উল্লেখ নাই। স্থাবর জঙ্গমই তাঁর প্রেমে উন্মত্ত হইল। ২য়টিতে ঝারিখন্ডের জনগণকে ভিল্ল প্রায় (ভিল্ বা ভিলের মতো) এবং পরম পাষণ্ড বলা হইয়াছে। যদি ঝারিখন্ডের জনগণ কৃষ্ণ নাম সাদরে গ্রহণ করিত তাহা হইলে কোন লেখক তাহাদের 'পরম পাষণ্ড' আখ্যা দিতেন না। বরং বলা যেতে পারে তৎকালে ঝাড়খন্ডবাসীগণ আর্যোত্তর সংস্কৃতির বহির্ভূত ছিল। এই গ্রন্থের অমৃত প্রবাহ ভাষ্যে ঝাড়খন্ডের পরিসর সম্বন্ধে বর্ণনা পাওয়া যায়।

"৪৬। ঝাড়িখন্ড বৃন্দাবন গমন পথে তন্নামা প্রসিদ্ধ বন্য প্রদেশ বিশেষ (বর্ত্তমান আটগড়, ঢেংকানল, আঙ্গুল, লাহারা কেঁওঝড়, বামড়া, বোনাই গাঙ্গপুর, ছোটনাগপুর, যশপুর, সুরগুঁজা প্রভৃতি।

খৃঃ ৭ম শতাব্দীতে পরিব্রাজক হিউয়েন সাং-এর ভ্রমণ বৃত্তান্তে এই অঞ্চলের এক পরাক্রান্ত রাজ্যের উল্লেখ আছে। ক্যানিংহাম এর মতে এই রাজ্যের সীমা এইরূপে- দক্ষিণে উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ (মধ্য ভারতের অন্তর্গত) এবং রাজ্যের নাম কায়ে-লা-না-সা-ফা-ল-ন-বা-কিরণ সুভর্ন। তিনি 'কিরণ সুভরণকে 'সুবর্ণরেখা নদী বলিয়া মনে করেন। তাঁহার মতে এই রাজ্যের সীমা এইরূপ পূর্ব্বে মেদিনীপুর, পশ্চিমে সুরগুঁজা এবং উত্তরে ও দক্ষিণে যথাক্রমে দামোদর ও বৈতরণীর উৎপত্তিস্থল। এই চতুঃসীমার মধ্যবর্তী সমস্ত জঙ্গলময় পাহাড়িয়া ছোট ছোট রাজ্যগুলি লইয়া হিউয়েন সাং এর কথিত বিশাল রাজ ছিল। তুলনা মূলকভাবে উক্ত রাজ্য ঝাড়খন্ড জুড়িয়া তৎকালে গঠিত ছিল।

মুসলমান ঐতিহাসিকগণের নিকট সমগ্র ছোটনাগপুর 'ঝাড়খন্ড' নামে পরিচিত ছিল এবং তথাকার অধিবাসীগণ দুর্দান্ত ও বর্ব্বর প্রকৃতির লোক ছিল।

ভবিষ্যৎ পুরাণের ব্রহ্মান্ড খন্ডে ও এইই ঝাড়খন্ডের উল্লেখ পাওয়া যায়।

১ মানভূম, সিংহভূম, রাঁচী, হাজারিবাগ ও পালামৌ জেলা লইয়া ছোটনাগপুর।

২য় আদিল খাঁ ঝাড়খন্ড পর্যন্ত নিজ জয় নিশান পৌঁছাইয়া ছিলেন সে কারণ তাঁহাকে ঝাড়খন্ডী সুলতান বলা হইত।[২]

আকবরের আমলে রাজা মানসিং ঝাড়খন্ডের মধ্য দিয়া নিজ সৈন্য সামন্ত মেদিনীপুরে প্রেরণ করেন।[৩]

এলাহাবাদের নিকটে কাজোয়ার যুদ্ধে আওরঙ্গজীবের হাতে সুজা পরাজিত হইয়া পূর্ব্ব দিকে পলায়ন করিলে প্রিন্স মহম্মদ ও মিরজুমলা তাঁহাকে অনুসরণ করিতে গিয়া পাটনা হইতে বাংলাতে যাইবার ২য় খন্ডের সন্ধান পান যাহা ঝাড়খন্ডের পাহাড়িয়া এলাকার শেরখ্যাটি দিয়া রাস্তা ছিল।[৩]

ডাঃ কানুনগোর মতে বক্তিয়ার 'ঝাড়খন্ড' হইয়া বাংলাতে আসেন।[৪]

মুঙ্গের বিজয়ের পর শেরখাঁ দক্ষিণের জঙ্গলময় অঞ্চল ঝাড়খন্ড হইয়া নিজ বিপুল সৈন্য বাহিনী লইয়া গৌড়ে উপনীত হন। "

কবি বামকান্ত রায়ের ধর্ম্মমঙ্গলে.....

অয়ঃ পাত্রে পয়পানম্ শাল পাত্রেচ ভোজনম্।

শয়নমু খর্জরী পত্রে ঝাড়খণ্ডো বিধীয়তে।

এই ঝাড়িখন্ড বিস্তীর্ণ অঞ্চলকেই কবি এই বৈশিষ্ট্য দ্বারা সূচীত করেন (অষ্টাদশ শতাব্দীতে লিখিত)।

অতীতে যাহা 'ঝাড়খন্ড' নামে অভিহিত ছিল তাহার সঠিক বর্ণনা না পাওয়া গেলেও মূলকথা এই যে ছোটনাগপুর এবং তাহার পার্শ্ববর্তী কয়েকটি পাহাড়িয়া অঞ্চল জুড়িয়া ইহা বিস্তৃতির তথ্যটি বহুলাংশে সত্য। আর এই জঙ্গলময় মুলুকে অন্য ভাষাভাষি গোষ্ঠীর আগমন মোটামুটি ব্রিটিশ আমল হইতে সূত্রপাত এইরূপ মত অনেক সুধীগণের মন্তব্য বলিয়া এযাবৎকাল এই কথ্য বোলি (যাহাকে কুর্মালি বা 'ছোটনাগপুরি' বোলি নামে নামকরণ করিলে অত্যুক্তি হইবে না) আজি সগৌরবে জীবিত আছে এবং ভাষা সমালোচকগণের বা বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর ভারতে আগমন তথ্য বা খোরাক যোগাইতে পারবে বলিয়া মনে করা যেতে পারে। এক্ষনে দেখা যাইতেছে, এই ঝাড়খন্ড অঞ্চলের ভাষা বা বোলি মূলতঃ দুটি, কোল এবং কুর্মালি বা ছোটনাগপুরিয়া।

প্রফেঃ ধীরেন্দ্রনাথ সাহা তাঁহার ভাষাতত্ত্ব ও ভারতীয় আর্য ভাষাতে মগধীয় গুচ্ছের ভাষা সমূহকে সুস্পষ্ট তিনটি শ্রেণীতে রাখা যায়" বলিয়াছেন এবং আরও বলিয়াছেন "পশ্চিমা মগধী (ভোজপুরী, নাগপুরিয়া)"। 'নাগপুরিয়া'.অর্থে সদানি ছোটনাগপুরকে বুঝায়; মধ্যপ্রদেশের নাগপুরকে বুঝায় না। কারণ ছোটনাগপুরের জন মধ্যপ্রদেশের নাগপুর অঞ্চলকে 'নাগপুর' নামে অভিহিত করেন।

কুর্মালি ভাষার কয়েকটি বিশিষ্ট লক্ষণ:

যে কয়েকটি বিশিষ্ট লক্ষণ ইহাকে অন্যান্য মধ্য বা নব্য ভারতীয় আর্য ভাষা হইতে পৃথক করিয়াছে তাহা হইতেছে যে 'লাহঁ' লোহিত 'লাহে' বা 'লাহাৎ' যোগে যথাক্রমে ১ম, ২য় ও ৩য় পুরুষে অতীত কালের রূপ হয় এবং ভবিষ্যৎ রূপ— 'আম', 'আবে', 'আবেহে' 'আয়/আৎ' যোগে হয়। 'ইকে' 'ইলায়' যোগে অসমাপিকা হয়। 'এক' 'অক' দিয়া সম্বন্ধ পদের 'হঁ' মানে দিয়া অধিকরণে 'সভ্' দিয়া বহুবচন পদের সৃষ্টি হয়। লিঙ্গ ভেদে ক্রিয়ার রূপ পরিবর্তন আরো একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইতেছে। শব্দ বা পদের লিঙ্গ ভেদ আর একটি বৈশিষ্ট্য; যে সব জীব পুং কি স্ত্রী তাহা অবোধ্য সেই জীববাচক

পদের মধ্যে 'ই' ও 'ঈ' কারান্ত পদগুলি স্ত্রী লিঙ্গ হইয়া থাকে। যথাঃ- পিঁপড়ি কাটৈসাহি, মাছিইঁ কাটৈসাহি ইত্যাদি।

শ্রী সুকুমার সেন তাঁহার ভাষার ইতিবৃত্ততে মাগধীর লক্ষণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন : 'ল' প্রত্যয় দিয়া অতীতকাল এবং 'ব' প্রত্যয় দিয়া ভবিষ্যৎকাল হয় (পৃষ্ঠা-১২৫)। কুর্মালিতে ল প্রত্যয় দিয়া পুরাঘটিত বর্তমান এবং 'ব' প্রত্যয় দিয়া ১ম পুরুষ ভবিষ্যৎকাল হয়।

'রে' এর প্রয়োগ ইহার আর একটি বৈশিষ্ট্য, যথাঃ- কাঁহারে, কঁহেরে, কিনারে, কন্‌রে, যাঁইরে, খাইবেরে ইত্যাদি। এস্থলে একটি সংগৃহীত মগধী ছড়া উল্লেখযোগ্য—

মগহ দেশা হেয় কাঞ্চন পুরী
দেশা ভালা পায় ভাখা বুরি
রহলু মগহ কহলুরেঁ
তেকর্ লায় মারবে রে।

কুর্মালি ব্যাকরণ

।। ক্রিয়া ।।

১। বর্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎ এই তিনকালের প্রত্যেকটির তিনটি রূপ আছে। সাধারণ বা নিত্য (Indefinite), ঘটমান (Continuous) ও পুরাঘটিত (Perfect)।

ক) বর্তমানের তিন্ রূপ। যথাঃ— ময়ঁ খাইঅ, ময়ঁ খাহঁ, ময়ঁ খালঁ। অতীতকালের তিনরূপ। যথাঃ— ময়ঁ খালাহঁ, ময়ঁ খাতে রহঁ, ময়ঁ খায়ত। ভবিষ্যতের তিনরূপ। যথাঃ- ময়ঁ খাম্, ময়ঁ খাতেরহম্, ময়ঁ খাইরহম্।

খ) কর্ত্তার পুরুষ ভেদে আবার ক্রিয়ার বিভিন্নরূপ হয়। যথাঃ- ১ম পুরুষের উদাহরণ পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে তাই এস্থলে ২য় ও ৩য় পুরুষে ক্রিয়ার রূপ পরিবর্তনের উদাহরণ দেওয়া গেল। তঁয় = তুমি, উ = সে।

তঁয় খাস, তঁয় খাহিস, তঁয় খালে
উ খাঅ, উ খাইসাহে, উ খালাক্।
তঁয় খালাহিস্, তঁয় খাতেরেহিস্, তঁয় খাইতে
উ খালাহে, উ খাতে রেহে, উ খায়ত
তঁয় খাবে, তঁয় খাতে রেহবে, তঁয় খাউরেহবে
উ খাতাক, উ খাতেরেহ্তাক, উ খাইয়েরেহতাক।

গ) কর্তার ২য় ও ৩য় পুরুষের একবচন ও বহুবচনে ক্রিয়ার বিভিন্নরূপ হইয়া থাকে; যথাঃ-

একবচন **বহুবচন**

তঁয় (তুমি) খাস্, তহরা (তোমরা) খাইহা = তুমি / তোমরা খাও।

উ (সে) খায়য়্, অখরা (উহারা) খাহাত = সে / তাহারা খায়।

তঁয় খাহিস্, তহরা খাহিয়া = তুমি /তোমরা খাইতেছ

উ খাইসাহে, অখরা খাহাত = সে /তাহারা খাইতেছে।

তঁয় খালে, তহরা খালেহে = তুমি / তোমরা খাইলে

উ খালাক্,ত অখরা খালা = সে / তাহারা খাইল

তঁয় খালাহিস্, তহ্রা খালাইহা = তুমি / তোমারা খাইয়াছ

উ খালাহে, অখ্রা খালাহাত = সে / তাহারা খাইয়াছে।

তঁয় খাতেরেহিস, তহরা খাতেরেহিয়া = তুমি /তোমরা খাইতেছিলে।

তঁয় খাতেরেহে, অখ্রা খাতেরেহৎ = সে / তাহারা খাইতেছিল।

নিম্নে কয়েকটি ক্রিয়া পদের রূপ ভেদের নমুনা দেওয়া গেল।

কেরা (করা):

কাল	১ম পুঃ	২য় পুঃ	৩য় পুঃ
বর্তমান		একবচন/বহুবচন	একবচন/বহুবচন
নিত্য-	কেরিয়	কেরিস্/কেরিহা	কেরয়/কেরৎ
ঘটমান	কেরহঁ	কেরেহিস/কেরেইহা	কেরহঅ/কেরহৎ
পুরাঘটিত	কেরলঁ	কেরলে/কেরলেহে	কেরলাক/কেরলা
অতীত-			
নিত্য	কেরলাহঁ	কেরলাহিস্/কেরলাইহা	কের্লাহে /কের্লাহাৎ
ঘটমান	কেরতেরহঁ	কের্তেরেহিস্/কেরতেরেইহা	কেরতেরহয়/কেরতেরেহৎ
পুরাঘটিত	কেরত	কের্তে	কেঁরেৎ/কেরেতেলা
ভবিষ্যৎ—			
নিত্য	কেরম্	কেরবে/কেরবেহে	কেরতাক্/কের্তা
ঘটমান	কের্তেরেহম্	কের্তেরেহবে/কেরতেরেহবেহে	কেরতেরেহতাক/ কেরতেরেহৎ
পুরাঘটিত	কেরিরেহস	কেরিরেহসে/কেরিরেহবেহে	কেরিরেহতাক/কেরিরেহতা

নিদ্ (ঘুমান)

বর্ত্তমান—

নিদাঁয়	নিদাঁস, নিদাঁহা	নিদাঁয়, নিদাঁৎ।
নিদাঁহঁ	নিদাঁহিস্, নিদাঁইরহা	নিদাঁইসাহে-নিদাঁহৎ
নিদাঁলঁ	নিদাঁলে, নিদাঁলেহে	নিদাঁলাক্, নিদাঁলা

অতীত—

নিদাঁলাহঁ	নিদাঁইলাহিস, নিদাঁইলাহিহা	নিদাঁইলাহে, নিদাঁইলাহাৎ
নিদাঁইতেরহ	নিঁদাইতেরেহে, নিদাঁইতেরেহা	নিদাঁইতেরেহয়, নিদাঁইতেরেহৎ
নিদাঁইত	নিদাঁইতে -নিদাঁইতেলে	নিদাঁইতেলাক, নিদাঁলা

হঁ = হই (be)

বর্ত্তমান—

হেঁক	হেকিস্/হেকিয়া	হেকে/হেকৎ

অতীত—

হেঁব্লঁ	হেক্লে/হেক্লেহে	হেক্লাক/হেক্লা

ভবিষ্যৎ—

হেরব্	হেবে/হেবেহে	হেতাক্/হেতা

আহ (আছি, am)

বর্ত্তমান—

আহঁ	আহিস; আইহা	আহে, আহাত

অতীত—

রেহ	রেহিস, রেইহা	রেহয়, রেহৎ

ভবিষ্যৎ—

রেহম্	রেহবে, রেহবেহে	রেহ্তাক, রেহ্তা।

২। অনুজ্ঞার্থে (to command) ক্রিয়ার রূপ নিম্নে দেখানো হইল।

ক) বর্ত্তমান অনুজ্ঞা (Present Command):-

ক্রিয়া	২য় পুরুষ	৩য় পুরুষ
	একবচন/বহুবচন	একবচন/বহুবচন
গির্	তঁয় গিরে/তহ্রা গিরা	উ গির / অখ্রা গিরৎ = পড়া
আহ্	তঁয় রেহে/তহরা রেহা	উ রেহ/অখ্রা রেহৎ = থাকা
যা	তঁয় যাই/তহরা যা	উ যাক/অখরা যাৎ = যাওয়া

চল	তঁয় চালে/তহরা চালা	উ চল/অখরা চলৎ = চলা
পিয়	তঁয় পিয়ে/তহরা পিয়া	উ পিয়/অখরা পিয়ৎ = পান করা
শুত	তঁয় শুতে/তহরা শুতা	উ শুত/অখরা শুতত্ = শয়ন করা
বস্	তঁয় বোসে/তহরা বোসা	উ বোস/অখরা বেসৎ = বসা
দেহ	তঁয় দেহিঁ/তহরা দেহা	উ দেহুক/অখরা দেহৎ = দেওয়া
ঠাহর্	তঁয় ঠাহ্রে/তহরা ঠাহ্রা	উ ঠাহর/অখরা ঠহ্রতৎ = থামা
নিক্লা	তঁয় নিকল্/তহরা নিক্লা	উ নিকল/অখরা নিক্ল = বেরিয়ে যাও
পিন্ধ	তঁয় পিন্ধে/তহরা পিন্ধা	উ পিন্ধ/অখরা পিন্ধৎ = পরিধান করা

খ) ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা (future command) বুঝাইতে ক্রিয়ার রূপের উদাহরণ যথাঃ-

তঁয়	কের্বে	তহরা	কের্বেহে
তঁয়	যাবে	তহরা	যাবেহে
তঁয়	শুতে	তহরা	শুতা
তঁয়	পিইবে	তহরা	পিইবেহে

'ই' এর অতি হ্রস্ব উচ্চারণ হইবে।

৩। অকর্ম্মক ক্রিয়া নিজস্ব ক্রিয়া রূপে সকর্মক হয়, যথাঃ- মাঁইমকে হাসাউলি, তঁয় অকে জানাউলে, খামখা অকে কাঁদাহসিক, তঁয় অকে বাটে বেসাউলে।

৪। সকর্মক ক্রিয়া ও অকর্মক হয়, যথা-- বাসাত্ বহেহেক্; মানুষ বাঁচেলায় খাত; কেতেক সম্‌ঝাবৌ, ভালকেরি শুনে।

৫। ক্রিয়ার সমাপিকা ও অসমাপিকা দুটি রূপ আছে।

ক) সমাপিকাঃ—

বাপ ঘারে আঅলঁ = বাবা ঘরে আসিলেন।

মঁয় চিট্‌ঠি লিখলাহঁ = আমি পত্র লিখিয়াছি।

রামুয়া কলকাতা যাতাক্ = রামুয়া কলিকাতা যাইবে।

খ) অসমাপিকাঃ—

বাপ্ আয়কে তুর্তেই বাহ্রালাক্ = বাবা তখনি বাহির হইলেন।

মঁয় চিট্‌ঠি লিখিকে ডাকে দেলঁ = আমি পত্র লিখিয়া ডাকে দিলাম।

রামুয়া কল্‌কাততা যাইকে বাইসিকল কিন্তাক।

গ) অসমাপিকা ক্রিয়ার রূপঃ—

'করিয়া' খাইয়া এর অনুরূপ শব্দ ইকে যোগ করিয়া নিস্পন্ন হয়; যথাঃ- কের + ইকে =

কেরিকে, খা + ইকে = খাইকে, শুত্ + ইকে = শুতিকে, ব্যেস + ইকে = ব্যেসিকে, পিঁধ + ইকে = পিঁধিকে।

করিতে, খাইতে এর অনুরূপ হয় 'লে' যোগ করিয়া। যথাঃ- কেরলে, খালে, শুত্লে, ব্যেসলে, পিঁধলে ইত্যাদি।

করিবার, খাইবার এর অনুরূপ হয় 'এক' যোগ করিয়া। যথাঃ- কেরে্ক, খায়েক, শুতেক্, ব্যেসেক্, পিঁধেক ইত্যাদি।

ঘ) উদ্দেশ্যার্থক অসমাপিকা ক্রিয়া 'এলায়' যোগে নিষ্পন্ন হয়। যথাঃ- মকে কেরেলায় দে, শুতেলায় দে; অকে যায়েলায় দেহাক, বেটিকে ঠেঠি পিঁধেলায় দেহি। ঝুঠা কেহেলায় নেহি। কানুন পড়হেলাই পরদেশে যাঁহঁ।

ঙ) দ্বিত্ব অসমাপিকা ক্রিয়া 'ই' যোগে নিষ্পন্ন হয়। যথাঃ- তকে খজি খজি থক্ল। তহরলাগি ব্যেসি ব্যেসি ঘইড় টাটাঁঞ গেলি। কোন কোন ক্ষেত্রে 'তে', 'ইতে' যোগে নিষ্পন্ন হয়-

রামু আইতেঁ আইতে গিরি গেল্াক। মিঞা চলতে চলতে থড়্রি হেলি। ভাল্তে ভাল্তে লর্ গির্লি = তাকাইতে তাকাইতে চোখের জল পড়িল।

চ) 'এক' ও 'এলায়' যোগে নিষ্পন্ন অসমাপিকা ক্রিয়ার বিশেষ্যের মত ব্যবহার। যথাঃ- পড়েক/পড়েলায় মানা নেখেক।

৬। ঘটমান অতীতের রূপ। যথাঃ-

বেচেহেলঁ = বিক্রয় করিতেছিলাম। বেচেহেলে = বিক্রয় করিতেছিলে।

পড়্হেহেল = পড়িতেছিলাম। বেচেহেলা = বিক্রয় করিতেছিল।

যাঅ্হেল = যাইতেছিলাম। নিঁদাহেলে = ঘুমাইতেছিলে।

নিঁদাহেল = ঘুমাইতেছিলাম। নিঁদাহেলা = ঘুমাইতেছিল।

৭। বিহারি 'আহ' যোগে অতীত ক্রিয়া হয়। যথাঃ-

কের্লে আহ = করিয়াছিলাম। কাটলে আহ = কাটিয়াছিলাম।

থান্লে আহ = স্থির করিয়াছিলাম (fixed)

ক) মনুষ্য ব্যতিত অন্য প্রাণী বা বস্তু বুঝাইতে 'আহেক' যোগে নিষ্পন্ন হয়। যথাঃ- গাইগিলা আওলে আহেক; কর্লা ধেরলে আহেক্।

বিহিন খালাহেক্ = ধানচারা খাইয়াছে।

৮। কর্ত্তার ৩য় পুরুষে পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ ভেদে ক্রিয়ার রূপ বিভিন্ন হয়। যথাঃ-

আস ধাতু:

বর্ত্তমান	অতীত	ভবিষ্যৎ
পুং- আইসাহে	আয়রেহয়	আওতাক্
স্ত্রী- আইসাহি	আয়রেহি	আওতি

ধের্‌ধাতু (ধরা):

বর্ত্তমান	অতীত	ভবিষ্যৎ
ধেরেইসাহে	ধের্‌লাহে	ধের্‌তাক্
ধেরেইসাহি	ধের্‌লাহি	লেট্‌তি

৯। কুর্মালি ক্রিয়া পদের সহিত তুলনীয় অন্য ভাষা শব্দঃ-

কু = কুর্মালি। প্রা = প্রাকৃত। শ্রীকৃ = শ্রীকৃষ্ণকিত্তন। মা = মাগধি। বা = বাংলা। অপ

অপভ্রংশ। সং = সংস্কৃত।

কুঃনাচয় = প্রাঃ নচ্চত্র, শ্রীকৃ * নাচএ

কু - কেরয় = প্রাঃ-করএ, শ্রীকৃ -করে, সংকরোতি

কু - দেক্‌খিঅ = প্রাঃ-দেক্‌খিঅ, শ্রীকৃ -দেখি

কু - ধেরঅ = প্রাঃ- ধরই, শ্রীকৃ-ধরে

কু - রেহঅ = প্রাঃ- রহই, শ্রীকৃ-রহে

কু - নেহি = প্রাঃ- নাহিং, শ্রীকৃ-নাহিঁ

কু - চরঅ = প্রাঃ- চরই (চরতি), শ্রীকৃ-চরে

কু - কেহল = প্রাঃ- পুচ্ছ, প্রচ্ছ, শ্রীকৃ-পুঁছো, বিদ্যাপতিকে পুছএ্রো

কু - কেহল = মাঃ কেহন, শ্রীকৃ-কোহেন

কু - খেলঅ = প্রাঃ- খেলই, সংক্রীড়তি

কু - রক্‌খঅ = প্রাঃ- রক্‌খই, সংরক্ষতি

কু - গঁথঅ = প্রাঃ- গ্রন্থেই, সং- গ্রন্থয়তি

কু - জগয় = প্রাঃ- জগ্‌গই, সং-জাগ্রতি

কু- জরঅ = প্রাঃ- জলহি, সং-জ্বলতি

কু - জাঅঅ = প্রাঃ- জাই, সং-যাতি

কু - উব্‌জঅ = প্রাঃ উপ্‌পজ্জই, সং-উৎপদ্যতে

কু - ঝরঅ = প্রাঃ- ঝরই, সং-ক্ষরতি

কু - ঢকঅ = প্রাঃ- ঢোক্কই, সং-ঢৌকতে

কু - সুনয়ে = প্রাঃ- সুনই, সং-সুনোতি

কু - উব্জলেক্ = প্রাঃ- উপজ, শ্রীকৃ-উপজিল
কু - মাতাক্ = শ্রীকৃ-জৈবেক
কু - কেহ্লাক = শ্রীকৃ-কহিলোঁ।
কু - জিতে = প্রাঃ জিয়ই (জীবতি) শ্রীকৃ-জীও
কু - ঢঠ্ল = শ্রীকৃ-ভাগুাইলি
কু - নিম্ছল = শ্রীকৃ-নিদন, সং-নির্ম্মছন।
কু - উথ্লি = শ্রীকৃ-উথলে, হি উখলন (ফুলিয়া উঠা)
কু - কহঅ = প্রাঃ- বাহই (বাহয়াত) কহেই (বাহিত করে)
কু - পিয়য় = প্রাঃ- পিয়ই (পিবতি)
কু - আহেক্ = প্রাঃ- অচ্ছই, শ্রীকৃ-আছে
কু - ঝরেক্/ঝরঅ = প্রাঃ- ঝরই, ঝরএ, শ্রীকৃ-ঝরএ(ঝরতি)
কু - কহত/কেহঅ = প্রাঃ- কহই(কথয়তি), শ্রীকৃ-কহে
কু - আঅঅ্ = প্রাঃ- আইসই বা আইকে = আবিয়াতি
কু - কন্দঅ = প্রাঃ- কন্দই, কদতি অপঃকদই বা কান্দে, কাঁদে সং = ক্রন্দতি
কু - কিনঅ = প্রাঃ-কীনতি, অপ-কিনই, বাঃ কিনে, সং-ক্রিনতি
কু - খাঅঅ্ = প্রাঃ- খাঅই, অপঃ-খাই, বাঃ-খায়, সং-খাদতি
কু - গাহয়/গাহেই = প্রাঃ- গাহেই বা গায়, সং-গাথয়তি
কু - গড়্হই = প্রাঃ- গঠই অপঃ- গঠই, বা-গায়, সং-গাথয়তি
কু - চলয় = প্রাঃ- চলাই, বাঃ-চলে, সং-চলতি।
কু - চাখয় = প্রাঃ- চক্খই, বাঃ-চাখে, সং-চক্ষতি।
কু - পুচছয় = প্রাঃ- পুচ্ছদি, অপঃ-পুচ্ছই, সং-পৃচ্ছতি, বা- পুছে
কু - নেহি = প্রাঃ- নেহ, বাঃ- নেই নাই।
কু - বহয় = প্রাঃ- বহই, বা- বহে,
কু - চিন্হয় = প্রাঃ- চিন্হঅ, বা - চিনা
কু - করিয়/কেরিয় = প্রাঃ করিঅং, অপঃ-করিঅ, বাঃ- করি, সং-কৃতম্।

সর্ব্বনাম

১। মঁয়/হাম্ = আমি। তঁয় = তুমি। উ/অঁয় = সে, তিনি। এহেটা = ইহা। অহটা = উহা। কন্ / কনে = কে। এহে /এঁই = এই। জেঁই = যে। এই সমস্ত সর্ব্বনাম হইতেছে।
২। বচন ও কারক ভেদে সর্ব্বনামের রূপ পরিবর্ত্তনের ধারা নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ-

মঁয়/হম্ (আমি)

কারক	একবচন	বহুবচন
কর্ত্তা	মঁয়/হম	মরা, হাম্‌রা
কর্ম্ম	মকে/হম্‌কে	মরাকে, হাম্‌রাকে
করণ	মর্‌সে/হামর্‌সে	মরাসে, হাম্‌রাসে
সম্প্রদান	কর্ম্মের ন্যায় হয়।	
অপাদান	মরলেই/হাম্‌রলেই	মরালেই, হাম্‌রাকলেই
সম্বন্ধ	মর্/হামর	মরাক, হাম্‌রাক

তঁয় (তুমি)

তঁয়	তরা, তহরা
তকে	তরাকে, তহরাকে
তরসে	তরাসে, তহরাকসে
তকে	তরাকে, তহরাকে
তরলেই	তরালেই, তহরাকলেই
তর	তরাক, তহরাক

উ/অঁয় (সে,তিনি)

উ, অঁয়	অরা, অখরা
অকে	অরাকে, অখরাকে
অকরসে	অরাসে, অখ্‌রাকসে
অকে	অরাকে, অখরাকে
অকরলেই	অরালেই, অখরাকলেই
অকর	অরাক, অখরাক্

এহে / এঁই (এই, এ)

এহে, এঁই	এরহা, এখ্‌রা
একে	একরাকে, এখরাকে
একরসে	এরহাসে, এখ্‌রাকে
একে	এর্‌রাকে, এখ্‌রাকে
একরলেই	এররাক্‌লেই, এখ্‌রাক্‌লেই
একর্	এর্‌রাক, এখ্‌রাক্

কন্/কনে (কে)

কন্, কনে	কন্‌কন্, কাখ্‌রা
কাকে	কাখ্‌রাকে
কন্‌সে	কাখ্‌রাসে
কাকে	কাখ্‌রাকে
কাকরলেই	কাখ্‌রাকলেই
কাকর্	কাখরাক্

২। স্থানবাচক সর্ব্বনাম-

হিঁয়া = এখানে
হুঁয়া = ওখানে
ইধির্ = এই পাশে
উধির্ = ওপাশে
উমানে/অহমানে = ঐ স্থানে
কাঁহা = কোথায়
কন্‌ঠিন্ = কোন্‌খানে

৩। সময়বাচক সর্ব্বনাম-

অখন্ = অন্যসময়। তেখন = সেই সময়। কোবৌ = কখনও।

৪। সীমাবাচক সর্ব্বনাম-

কাঁহাতক্ = কতদূর পর্যন্ত। হিঁয়াতক = এই পর্যন্ত।
হুঁয়াতক = ঐ পর্যন্ত।

৫। পরিমানবাচক সর্ব্বনাম -

এতেক্ = এত। অতেক = অতো। কেতেক্ = কত।
যেতেক = যত। রিচেক = সামান্য। টুয়েক = একটু।

৬। প্রশ্নবাচক সর্ব্বনাম -

কো, কন্ = কে। কিনা = কি। কা = কি। কাহে = কেন।

৭। নিত্যসম্বন্ধী সর্ব্বনাম -

যেইতেঁই = যে সে। যাঁখ্‌রা তাঁখ্‌রা = যারাতারা। হিঁয়াহুঁয়া = এখানে সেখানে। ইধির উধির = এদিকে সেদিকে। এথিএথি = এইএই। কিয়াকিয়া = কি কি। একাঁই একাঁই = শ্রীকৃ- একেঁ, একেঁ।

৮। অন্যান্য তুলনীয় ভাষা শব্দ-

কু - এহে = মা প্রা- এহ, এহি, এহু, শ্রীকৃঃ-এহি
কুঃ- কন্ = সা, কোন, ওঃ কন, শ্রীকৃঃকোন
কু - তঁয় = প্রাঃ তুমঃ, শ্রীকৃঃ-তো

কু - মঁয় = প্রাচ্যহি-মৈঁ, শ্রীকৃঃ মোঁ

কু - সেহ = মা -সেহি, শ্রীকৃ-সেহি

কু - মেসন্ = বিদ্যাপতিতে জেহন শ্রীকৃ-যেহেন, বা-যেমন

কু- ইতক্ = প্রাঃ এত্তিঅ (ইয়ৎ, এতাবৎ)

কু - জতেক্ = প্রাঃ জেত্তিঅ (যাবৎ), শ্রীকৃ-জত, প্রাঃ পৈঙ্গল-জত

কু - কাঁহা = প্রাঃ কহিং, (কুএ), শ্রীকৃ-কহী

কু - তহর = প্রাকৃত পৈঙ্গলে-তোহর, শ্রীকৃ-তোর

কু - সেহ = মাঃ সেহি, শ্রীকৃ-সেহি

কু - দুয় = প্রাঃ-দুএ, শ্রীকৃ-দুয়ি

কু - ছয় = সিন্ধি-ছহ

নির্দ্দেশক সর্ব্বনাম (Demonstrative)

উ (*) ঃ- তয়পু ১বঃ = ব্রজভাখাঃ-উয়া (*) = উহা ঐ

ইয় (*), এহে = ব্রজভাখা-ইয়া (*) = এই,

যেয়ঁ = ব্রজভাখাঃ (*) জা, জিন = যাহারা

।। বিশেষণ।।

১। বিশেষ্যের বিশেষণ-

ক).উৎপাদনবাচক- মাটিক্ হাঁড়ি, সনাক্ অংঠি, পশমেক লুগা, তামাক্ পৈসা = ক্ বা এক্ প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন।

খ) সংখ্যা বা পরিমানবাচক - দুয়ে বেটা, দুয় ভাই, সও টাকা, বহুত লক, বেড়ে ভারি, টুয়েক দহি, বিচেক পাছু, চার লক্।

গ) পূরণ বা ক্রমবাচক - পহিলা বেটা, নাদা ছোয়া, পতথম দিন, দুস্‌রা দিন, তিস্‌রা দিন।

ঘ) সর্ব্বনাম বাচক - অহ লক্‌টা, অহে ঘারে এহে টাঁড়িইঁ, কন্- ডহরে (কোন্ পথে) দূরাদেশে।

ঙ) সম্বন্ধ বিভক্তি যুক্ত - কেরানিক, কাম, পুণ্যিক্ গাৎ, সুখেক্ ঘার্, চারেক্ পাঁতাইঁ।

চ) যৌগিক (সমাস বাচক) - হাতে কাটল সুতা, পানিই ভিজল লুগা, কদ চারেক লেট, কদ চালেক ঘাঁটা, মড়ুয়া গুঁড়িক পিঠা, পাট্‌রা কুঁড়াক ছিল্‌কা।

ছ) অংশ বাচক- আধইয়া, আড়্‌হইয়া, সয়য়াইআ/দেড়ইয়া, কেইসন দেলাক? সয়য়াইয়া কি দেড়ইয়া? উ ত সায়য়াইয়া দেলাক।

২। বিশেষণের বিশেষণ-
বেড়ে ভাল ছোয়া, বেজাই সুদঁর গমক, চিহ্‌কোয়া কাল্‌হা পানি, কুচ্‌কুচিয়া কেরিয়া মানুষ, বহুৎ বড়া লক্‌।
৩। ক্রিয়ার বিশেষণ -
ক) মঁয় তুর্‌তে আয়ব্‌ = আমি সত্বর আসিব। বুড্‌ঢা থুরুথুপু যাইসাহে = বুড়া আস্তে আস্তে যাইতেছে। তঁয় ভলকেরি পড়হিস। তঁই জোর্‌সে কুদে = তুমি জোরে দৌড়। আঁখ ছর্‌ছর্‌ কেরেহেক্‌ = চোখ ছল্‌ছল্‌ করিতেছে।
খ) ক্রিয়ার বিশেষণের বিশেষণ -
অতেক্‌ জর্‌সে হাসিহা না = ওরকম জোরে হাসিওনা। এত্‌না টুয়েক দেলে? = এতটুকু দিলে? রামু বহুৎ জরে আইসাহে = রামু খুব জোরে আসিতেছে। অকন্‌ ধিরায় চল্‌লে কবে পঁহছ্‌বে = ওরকম থেমে চলিলে কখন পৌঁছিবে।
৪। বাংলার ন্যায় তারতম্য। যথাঃ- বৃহৎ, বৃহত্তর, বৃহত্তম বুঝাইবার মত রূপ কুর্মালিতে নাই।
৫। তুলনাময় বুঝাইতে গেলে 'সে' ও 'সব্‌সে' যোগ করিয়া তাহা সিদ্ধ হয় - অকরসে রাম বলীয়ান = উহার হইতে রাম বলবান। সব্‌সে রাম বলীয়ান = সবার হইতে রাম বলবান। কখন কখন আবার 'বলে' ও 'সভেক্‌লে' প্রয়োগ হয়। যথাঃ- উটাক্‌লে উটা বড়্‌হিয়া হেকেক্‌ = উহা হইতে ইহা ভাল হইতেছে। সভেক্‌লে এহেটাই বাড়্‌হিয়া = সবার হইতে এইটি হইতেছে।
৬। লিঙ্গ ভেদে বিশেষণের রূপ পরিবর্তন হয়। যথাঃ-

পুং-	স্ত্রী	পুং-	স্ত্রী
চড়্‌কা = চড়কী		রেংটা = রেংটি	
সেঁঝ্‌লা = সেঁঝ্‌লি		কুইলা = কুইলি	
পেঁড়্‌কা = পেঁড়্‌কি		ছট = ছট্‌কী	
রঙ্গিয়া = রাঙ্গি		বড় = বড়ী	
ভেন্দা=ভেন্দি		গরা= গরি	
মেঝ্‌লা = মেঝ্‌লি		ভেভস্‌ = ভেভ্‌সি	

৭। যুক্ত বিশেষণ। যথাঃ-
খড়র-খসর = কঃ অমসৃণ। চিকন = চাক্‌চিক্য। সাফ্‌সুফ্‌ = পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। খলব্‌-খলক = খল্‌খলে।
৮। কতকগুলি বিশেষণ ও তাহার বাংলা নিম্নে দেওয়া গেল। যথাঃ-

কালিজ্জি = ঘৃণ্য। ঘিসট্ = অপরিষ্কার। ঘরল্ (ডিম) = পচা (ডিম)। ছেছ্র = লোভী
ছিঁটা (পানি) = ছিটান (জল)। ঝুঠা = মিথ্যা। ঢেমন্ (লক) = বেহায়া (লোক)। ঠঁঠুয়
(লক) = ঠক্ ব্যক্তি। তেঁদড়্ = বদ। দাঁয়ল (গরু) = হালে অভ্যস্ত করা গরু। ধেনুয়াঃ
(গাই) = বিয়ান গাই। ধাধ্যাল্ (লক্) = অহঙ্কারী লোক। মঁদ = মন্দ। নিমন্ = শুচিবায়
ঢল্‌গা মঁড় = জলের মত মন্ড। চেঁকা = টক্।

৯। তুলনীয় অন্য ভাষা শব্দ ঃ-

কুঃ- ধলা ধব = হিন্দি, পালিঃ- ধৌলা, প্রাঃ- ধওল, শ্রীকৃ-ধল।

কুঃ- মিছা = প্রাঃ- মিচ্ছা, শ্রীকৃঃ- মিছাই

কুঃ- উজ্‌র/ইজ্‌র = প্রাঃ- উজ্জল, শ্রীকৃঃ- উজল।

কুঃ- মিঠা = প্রাঃ- মিট্‌ঠ।

কুঃ- উথ্‌লি = শ্রীকৃঃ- উথলে, হিঃ- উখলনা = ফুলিয়া যাওয়া।

কুঃ- নিঠুর = প্রাঃ- নিট্‌ঠুর, নিট্‌ঠর।

কুঃ- চিমড় = প্রাঃ- চম্মড় (চম্মট), মঃ- চামট (যাহা সহজে ভাঙ্গে না)।

কুঃ- অসার = বাঃ- চওড়া * টিকা সর্ব্বস্ব। এঃ- উসার (কাপড়ের)।

কুঃ- বাহাং = টিকা সর্ব্বস্ব তে ঃ- বাহুক।

কুঃ- উজ্‌লা = প্রাঃ- উজ্জল, শ্রীকৃ-উজল।

।। বিশেষ্য।।

১। ক) নামবাচক- রামুয়া, হরিয়া, মেঘুয়া, সনিয়া মিঁয়া (মেয়ে), বেটি (কন্যা), বেহিন
(ভগিনী), ভইয়া (ভাই), সাস (শাশুড়ি), পুতোহু (পুত্রবধূ), বহু (বৌ), বেটা (পুত্র), গিদর
(ছেলেপিলে) নত্‌নি।

দেবতার নাম:- কুদ্‌রা, ভানসিং, জাহিরা, করম।

স্থানের নাম:- ঝেল্‌দা, পুরু্‌লিয়া, বাইগনকুদর, কুল্‌হি (গ্রামের রাস্তা), ডাঁড়ি (জল সংগ্রহের
জন্য ২/১ হাত গর্ত্ত করা), ঘার্ (ঘর), দুয়ার, আন্‌গা (আঙ্গন), ডেহ'র (উঠান), ডহর
(গ্রামের বাহিরের পথ), গাত (গাত্র), ভৈড়্ (পা), সুপ্‌তি (পায়ের পাতা, আঁইখ (চক্ষু)।

খ) বস্তুবাচক - মাড়্ (ভাতের ফেন), তিয়ন (তরকারী), পানি (জল), দিয়া (দীপ), ঘিউ
(ঘৃতা), দহি (দধি), মিঠ (লবন), লুগা (কাপড়, ঠেঁঠি (সাড়ি), ধতি (ধুতি), ভগুয়া (কাছা),
পুত্‌লি (ছোট গামছার মত মেয়েরা পরে), ডুভী (বাটি), ইত্যাদি।

গ) জাতিবাচক - গোরু, কাড়া, ছাগইর, খুক্‌ড়ী, পাইখ, কোয়া, পত্‌নী (পতঙ্গ), ইঁচলি
(চিংড়ি), মুসল, খিরস্তান ইত্যাদি।

ঘ) সমষ্টিবাচক - গট্‌ঠ (গোষ্ঠ), খাতা (দল), মজ্‌লিস/বাইসি।

ঙ) ভাব বা গুণবাচক - ভুখ্ (ক্ষুধা), পিয়াস্ (পিপাসা), দরদ্ (বেদনা), হুব্ (আনন্দ), দুখ (দুঃখ), তাগদ (বল্), চেঁকা (টক্), মিঠা (মিষ্টি), ঝার (ঝাল্), বুইধ (বুদ্ধি), সিয়ান (চালাক), ইত্যাদি।

।। বচন ।।

১। ক) লগ্, সভ্, গিলা যোগ করিয়া এক বচনকে বহু বচনে রূপান্তরিত করা হয়, যথাঃ- রাজালগ্ আয়হৎ = রাজারা আসিতেছেন। গাই সভ্ আইলি = গাইগুলি আসিল। বাছুরগিলা কাঁহা আহেক্ = বাছুরগুলি কোথায় আছে। দিনগিলা বেসি বেসি কাট্‌লি = দিনগুলি বসিয়াই কাটিয়া গেল।

খ) বিশেষ্যের আগে 'সভে' ও 'বহুত' যোগ করিয়া এক বচনকে বহুবচন করা হয়। যথাঃ - সভলক্ = সবলোক। সভেকামে/বহুৎদফে = অনেকবার।

।। লিঙ্গ ।।

১। র-কারান্ত শব্দের শেষে সাধারণত 'ইন' যোগ করিয়া স্ত্রীলিঙ্গ হয়। যথাঃ-ভাতার = ভাতারিন্। কামার = কামারিন, কুমার = কুমারিন্। কিন্তু দেয়র = দেয়রানি (+ আনি)। ঠাকুর = ঠক্‌রন (ইন), ভেঁশুর = জেঠানি। নাংগ = নাংগিন। সম্‌ধি = সম্‌ধিন।

২। কতকগুলি স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ আছে কিন্তু তাহার পুং লিঙ্গের কোনরূপ শব্দ নাই ঃ- ডাহিন্, চুড়্‌কিন্, ডাকিন্।

৩। আ-কারান্ত শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ 'র' যোগ হয় এবং অন্ত 'আ' কার লুপ্ত হয়। যথাঃ-

ধলা = ধলি	হাঁসা = হাঁসি	ঠুঁঠা = ঠুঁঠি
চড়্‌কা = চড়্‌কি	চেপা = চেপি	চেঁদ্‌রা = চেঁদ্‌রি (যে বিরক্ত করে)
কুইলা = কুইলা	রগা = রগি	কস্‌বা = কস্‌বি (চরিত্রহীনা)
খড়্‌হা = খড়্‌হি	খুক্‌ড়া = খুক্‌ড়ি	গরা = গরি (গউরবর্ণের)
বেটা = বেটি	ঢাঙ্গা = ঢাঙ্গি	সাঁওনা = সাঁওনি (শ্যামলী)
মসা = মসি	ঢঠ্‌না (ঠক্)/ঢঠনি	আজা = আজি (ঠাকুরমা)
বুড়্‌ঢা = বুড়্‌টি	ধুমড়া = ধুমড়ি	নানা = নানি (মা এর মা)
পেঁড়্‌কা = পেঁড়্‌কি।		

৪। অনেক পুংলিঙ্গ শব্দ স্ত্রীলিঙ্গে ভিন্ন শব্দ হয়, যথাঃ- বাপ = মাঁই। পুরুষ = বহু/মেহরারু।

বর = কনিয়াই। পুতা = পুতহু। বরদ = গাই। বহনই = বেহিন। মরদ্ = জেনি। নটুয়া = নচ্‌নি।

।। কর্ত্তৃকারক ।।

ক) রাম আঅঅ = রাম আসে। অঁয়লেখঅ = সে লিখে। তঁয় যা'স্ = তুমি যাও। এসবে কোন বিভক্তি নাই।

খ) দেবেনে কেহলাহে = দেবেন বলিয়াছে। দেবেনে কেরয় = দেবেন করে। নরেনে কেরৈসাহে = নরেন করিতেছে। নরেনে কের্‌তাক্ = নরেন করিবে। অ-কারান্ত শব্দের 'অ' স্থলে 'এ' যোগে নিষ্পন্ন।

গ) হাম্‌সে নেহি হেতি = আমার দ্বারা হইবে না। তর্‌সে হেলাহেক্ = তোমার দ্বারা হইয়াছে। অখর্‌সে কেরায়ে = উহাদের দ্বারা করাও। এখানে 'সে' বিভক্তি প্রয়োগ হইয়াছে।

ঘ) মকে যায় হেতি = আমাকে যাইতে হইবে। তকে রহে হেতৌ = তোমাকে থাকিতে হইবে। এখানে যাইতেছে 'কে' বিভক্তির প্রয়োগ।

।। কর্ম্মকারক ।।

'কে' বিভক্তি যোগ হয়, যথাঃ- রামকে কহল = রামকে বলিলাম। মকে খলি দেঁ = আমাকে খুলিয়া দাও।

।। করণকারক ।।

ক) 'সে', 'দেইকে' বিভক্তি যোগে নিষ্পন্ন। যথাঃ- দুধসে নুনি বনেক = দুধ হইতে ননি হয়। রামসেই কাম নেহি হেতেক = রামের দ্বারা এই কাজ হইবে না। বঁয়ঠিন দেইকে কাটে = বটি দিয়া কাট।

খ) 'হিঁ', 'এই' বিভক্তি প্রয়োগ। যথাঃ-বরিষ পানিহিঁ ভরি গেলাহেক্ = বর্ষার জলে ভর্ত্তি হইয়াছে। লাল কারিহিঁ লিখ্‌ল = লাল কালিতে লেখা। এহেবাটেই গেলাহে = এই দিকে গিয়াছে।

গ) পানিক্ দাগ কতিখন = জলের দাগ কতক্ষণ। টাঙ্গিক চটে মরাওলেক = টাঙ্গির চোটে মেরে ফেল্‌ল। কদাইরেক মাটিহ ভাথাওলাক্ = কোদালের মাটিতে ভর্ত্তি করিল। 'ক্' 'এক্' বিভক্তির যোগ দেখা যাইতেছে।

ঘ) কদাইরে কেরি মাটি কাটহত = কোদালে করিয়া মাটি কাটিতেছে। হঁসুয়াইকেরি কাটে

= কাস্তে দ্বারা কাট। অংশি কেরি পাড়ে = আকুশি করিয়া পাড়। এই সব স্থলে 'কেরি' যোগে নিষ্পন্ন।

।। সম্প্রদান কারক ।।

'কে' বিভক্তি, যথাঃ- সাং- তাহারকে চার দেহিঁ = ভিখারিকে চাউল দাও। রামকে দেহিঁ = রামকে দাও। ভুখাকে ভাত দেহি = ক্ষুধার্তকে ভাত দাও।

।। অপাদান কারক ।।

১। অপাদান কারকে 'লে' বিভক্তি হয়।

ক) আধারবাচক - আস্‌নিলে উঠিহানা = আসন হইতে উঠিবে না। গাগ্‌রালে পানি আনে = গাগ্‌রা হইতে জল আন।

খ) স্থানবাচক - রাঁচিলে আওএ = রাঁচি হইতে আসিল্‌। হুঁয়ালে আইলাহে = উখান হইতে আসিয়াছে। হিঁয়ালে তঁয় যাঁই = এখান হইতে তুমি যাও।

গ) কালবাচক - ভিন্‌সারলে বেসি আহঁ = ভোর হইতে আমি আছি। কতিখেন্‌লে কেহহঐ = কতক্ষণ থেকে বলিতেছি।

ঘ) তারতম্যবাচক - মরলে তঁয় বড় হেকিস্‌ = আমার হইতে তুমি বড়।

২। অপাদানে করণের ন্যায় 'সে' বিভক্তি ও প্রয়োগ হয়।

ক) তারতম্যবাচক - বেটাসে নাতি পিয়ারা, মূলসে সুদ পিয়ারা = পুত্র হইতে পৌত্র প্রিয়তর, আসল হইতে সুদ প্রিয়তর।

খ) কালবাচক - ফজিরসে বেসি আঁহ = প্রত্যুষ হইতে বসিয়া আছি। বহুৎ বেরাতক্‌ খজ্‌লঁ = অনেক বেলা পর্যন্ত্য খুঁজিলাম।

গ) ভীতিসূচক - বাঘসে ডর লাগয় = বাঘ হইতে ভয় লাগে। তর্‌সে ক্ষেতি হেওয়েক্‌ ডর্‌ নেখি = তোমার হইতে ক্ষতি হইবার ভয় নাই।

৩। অনেক ক্ষেত্রে অপাদানে এক বিভক্তি হয়।

ক) ভুতেক্‌ ডর = ভুত হইতে ভয়। ই ডহরটাঁই বাঘেক্‌ ডর নেখেইক = এই পথে বাঘ হইতে ভয় নাই।

খ) শ্রবন, স্থানবাচক - বাপেক্‌ মুহে শুন্‌লাহঁ = বাবার মুখে শুনিয়াছি। আষাড়েক বাদ'রে পানি বরষবে কের্‌তেক = আষাঢ়ের বাদলে বৃষ্টি হইবেই।

৪। কোন কোন ক্ষেত্রে অপাদানে 'ই' বিভক্তি হয়। যথাঃ- ই কিনা, তর্‌ আখিইঁ লর্‌ গিরহৌ

= একি তোমার চোখে জল পড়িতেছে? উ কেথিঁই যাতাক্ = সে কিসে করিয়া যাইবে
একি কেরি আনে = এইটাতে করিয়া আন।
৫। সমধাতুজ অপাদান - একে মানুষ জাত্‌সে কেতেক ভিন্ ভিন্ জাতেক্ মানুষ হেলাহে
= এক মানুষ জাতি হইতে বা বিভিন্ন জাতের মানুষ হইয়াছে।

।। অধিকরণ কারক ।।

১। 'এ', 'ই' বিভক্তি যোগে নিষ্পন্ন। যথাঃ- ঘারে আঅ্‌রে - ঘরে এস। নদীই যাঁই =
নদীতে যাও। পানিই কুমীর, টাঁড়িই বাঘ = জলে কুমীর, ডাঙ্গায় বাঘ।
ক) আধার অধিকরণ - জুড়িয়াঁই নাহাৎ = জোড়ে স্নান করে। নাটনীঞ তের্ হেওয়েক্ =
সরিষা হইতে তেল হয়। উ হিসাবে বেড়ে কাঁচা = সে অঙ্কে খুব নরম।
খ) কালাধিকরণ - বিহানে বেরা উঠেক্ = সকালে সূর্য্য উঠে। বেসিয়া মেত্ আঅল্ চাই
= ৯ টায় তোমার আসা চাই। দেখি বুঝহ, বেড়ে আমদেই আহিস্ = দেখে বুঝিতেছি
বেশ আনন্দে আছে।
গ) অধিকরণে পঞ্চমী বিভক্তি 'লে' প্রয়োগ - ডহরলে অঁয় ডাক্‌লাক = রাস্তা হইতে সে
ডাকিল। দুর্‌লে শুন্‌ল = দূর হইতে শুনিলাম। ছাদ্‌লে অকর্ ঘার্ দেখাক্ = ছাদ হইতে
উহার ঘর দেখা যায়।

।। সম্বন্ধ পদ ।।

১। বিভক্তিঃ- 'এক' অক্ ইত্যাদি। দশরথেক্ বেটা রাম। ইগলা হরিক্ গিদর লাগই =
এইগুলি হরির ছেলেপিলে। সভেক্ সেরা এহেটা।
২। স্বামীত্বের সম্বন্ধ - রিতাক্ লুগাঁ = রিতার কাপড়। গীতাক্ ঠেঁঠি = গীতার শাড়ি
রামেক্ পঁথি = রামের পুস্তক।
৩। নিমিত্ত সম্বন্ধ - ইগ্‌লা পূজাক ঘট। রাঁধেক মসলা আনে।
৪। আধার সম্বন্ধ - টোলেক পানিঁই কুছুগির্‌লাহেক = বাল্‌তির জলে কিছু পড়িয়াছে
হাঁড়িক্ ভাত ফুরাইলাহেক্ = হাঁড়ির ভাত শেষ হইয়াছে।
৫। সমীপ্য - কালিঘাটেক্ গঙ্গা অর্ মগরাক্ গঙ্গা একে ত?
৬। জন্য-জনক ঃ- রবিক্ বাপ্ = রবির বাবা। খুক্‌ড়িক্ ডিম = মুরগীর ডিম।
কার্য্যকরণ - চাঁদেক আলঅ = চাঁদের আলো। চুল্‌হাক্ আইগ = উনানের আগুন।
ব্যাপ্তি - তিনে মাসেক্ ছোয়া = তিন মাসের ছেলে। দু মাসেক গসা = দুই মাসের রাগ।

অঙ্গাঙ্গি - গাছেক্ পাত = গাছের পাতা। ঘড়াক রুঁয়া = ঘোড়ার চুল।
নির্দ্ধারিণ - সভেক্ সেরা।
৭। সাধারণ - রাম মর ছট ভাই। হরি কনিক্ দাদা।

।। সম্বোধন ।।

১। সম্বোধন পদের পৃষ্ঠে অহে অরে, হেঁরে, হেঁগে এ হেরে, এহেগে ব্যবহার হয়; যথাঃ - অহে, বনু, কিনা হেকেক। অরে রাম খেত্‌কে যাঁই। হেঁরে সদ্ধু তর্ এসন্ কাম? এহেরে তাক্ বতর আইজ তরেই = এই যে, সুযোগ সুবিধা আজ তোমারেই। হেঁরে, এহেরে এর পরিবর্ত্তে স্ত্রীলিঙ্গে যথাক্রমে 'হেঁগে', এহেগে' হইয়া থাকে।
হা - ভগ্‌বান্, এতেক্ দুখ্ = হে ভগবান, এত দুঃখ। এহেগ, ওগো সম্মান স্থানীয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথাঃ-
এহেগ টুয়েক্ সেরিয়াই বেসা = ওগো, একটু সরে বস।
২। সম্বোধন পদের রূপের পরিবর্ত্তন। যথাঃ- হরি > হুরিয়া, মধু > মধুয়া, সমু > সমুয়া।
৩। 'হে', 'এহে', 'এ', 'এহো' ইত্যাদি প্রয়োগ হয়। ইহাদের প্রয়োগ ব্রজভাষাতেও রহিয়াছে।

বাক্যের উক্তি পরিবর্ত্তন (Narration change)

প্রত্যক্ষ উক্তি - হরি উস্ দিন আফিসে বেসি কেহলাক্ "মঁয় আইজ্ ঘার নেহি যাব"।
পরোক্ষ - হরি উস্‌দিন আফিসে বেসি কেহলাক্ উ উস্‌দিন ঘার নেহি যাতাক্।
প্রত্যক্ষ - হরি কেহলাক্ 'মঁয় এহেটা কুছু সম্‌ঝে নেহি পারহঁ'।
পরোক্ষ - হরি কেহলাক্ অঁয় অহটা কুছুই সম্‌ঝে নেহি পারহই।
প্রত্যক্ষ - দেবেনে কেহল 'তহরা আইহা না'।
পরোক্ষ - দেবেনে কেহল হাম্‌রা না আইঅ।

।। বাচ্য (Voice) ।।

ক) মঁয় কাম্ কেরিয়, ইহা কর্ত্তৃবাচ্য এবং কর্মবাচ্য হইবে- কাম্ কেরা হেওয়েক।
কর্ত্তৃ - (তঁয়/ভাত খালাহিস্)।
কর্ম্ম - ভাত খাইল্ হেলাহৌ (তর্)।
কর্ত্তৃ - (উ) ঘার নেহি যাতাক।
কর্ম্ম - যার যা'ল হেতেক্ নেহি (অকর্)।
কর্ত্তৃ - হিসাবটা মঁয় কেরম্ = কর্ম্ম - হিসাবটা মর্ কেরেক্ আহি।
খ) ভাব বাচ্যের ক্রিয়া -

কর্তৃ - মঁয় হাসিয় = ভাব - মর্ হাসল্ হেই। হামর হাসি লাগয়।
কর্তৃ - উ নাচলাহে = ভাব - অকর্ নাচ হেলাহেক।

।। অব্যয় (Ad verb) ।।

১। সময়বাচক -
ক) নিকট (near) - অব্ এখেন, এখ্নি এভি = Now = এক্ষণে।
খ) দুর (Remote) - তব্, সেখন্, তেভি = Then = সেই সময়।
গ) প্রশ্ন (Interrogative) - কতিখন্ কহন্ = when ? কখন
ঘ) সম্বন্ধ (Relative) - যব্, য্যাখন্ = when = যে সময়।
ঙ) প্রতি সম্বন্ধ (Correlative) - তব্ সেখন্, অখন = সে সময়।
২। স্থানবাচক-
ক) ইহাঁ, ইহিঁই, হিন্দে, ইনে, ইঠিন্, - = Here = এখানে।
খ) উঁহা, উহাই, উহেঁ, হুঁদে, উনে, উঠিন = There = সেখানে।
গ) কাঁহা, কন্ঠিন ? = where? কোথায় ?
ঘ) যাঁহা, য্যাঠিন = where = যেখানে।
ঙ) তাঁহা, স্যাঠিন্ ? = There = সেখানে।
চ) অহেখানে = There far off = সেইখানে।
৩। স্থান নির্দ্দেশ বাচক-
ক) এনে/হেনে, ইবাটে = Hither = এইদিকে।
খ) উনে/হুঁদে, উবাটে = Thither = ঐদিকে।
গ) কোনে/কোন্দে, কনবাটে = Whither = কোন্দিকে।
ঘ) য্যানে/য্যাদেঁ, যে বাটে = Waither = যেদিকে।;
ঙ) ত্যানে/ত্যাঁদে, সে বাটে = Thither = সেদিকে।
চ) য্যানে কোনে, য্যানে ত্যানে = Any where = যেখানে সেখানে।
৪। করণীয় প্রক্রিয়া বাচক -
ক) আইসন্, অ্যাসনে, এনে-নইর = Thus = এইরূপে।
খ) উসন্ অস্নে সে-নই = In that way = ঐরূপে।
গ) ক্যাসন, কা-নইর ? = How = কিরূপে ?
ঘ) য্যাইসে, য্যাঁও = As = যেমন।
ঙ) ত্যাইসে, ত্যাঁও = So = তেমন।

চ) ক্যাইস্নে = Also how। যাইস্নে = Also as = ত্যাইস্নে = Also so.

৫। তুলনী প্রক্রিয়া বাচক-

ক) এইস্যা, এহেনিঅর = This much = ইহার মত।

খ) এইসা, সে-নিয়র = That much = উহার মত।

গ) ক্যাইসন, কে-নিয়র = How much ? কিসের মত।

ঘ) য্যাইসন, যে-নিয়র = Like as = যেমন।

ঙ) ত্যইসন্, সে-নিয়র্ = Like that = উহার মত।

৬। পরিমানবাচক-

ক) ইৎনা, এতেক্ = This much = এই পরিমান।

খ) উৎনা, ওতেক = That much? ঐ পরিমান।

গ) ক্যাৎনা, কিৎনা ? = How much? কত পরিমান ?

ঘ) য্যাৎনা, জিৎনা = As much = যে পরিমান।

ঙ) ত্যৎনা, উৎনা = So much = ঐ পরিমান।

৭। সময় নির্দ্দেশক অব্যয়-

কতিখন্ = কখন ?

কোহিয়াঁ = At what time? কোন সময় ?

কেহিয়ঁ = At any time = যে কোন সময়।

কেহিয়ঁ কেহিয়ঁ = Some time = সময়ে সময়ে।

পিছু, উয়াছা = After words = পরে।

তাখন্ = Then = সেই সময়।

৮। গুণবাচক-

ঢেইর = Very much = বেশী। তনিক্ তনি = A little = সামান্য। রিচেক্ = একটু।

।। ক্রিয়ার বিশেষণ।।

আগু, আগাড়ি = Before.

পিছে, পিছু, পিছাড়ি = Behind.

উয়র্, উপরি = Above.

তরে, নিচে, নিচু, হেঁঠে = Underneath.

নগিচ্, পাশ, ঠিন = Near. হামর ঠিন্ = আমার কাছে = হিঃ মেরেপাশ

ভিতার্, ভিত্রি = Within.

দানে To. উ ঘার দানে যায়েহে (gone home word)

লাগিন, লে, লায়, খাতির্ = for his sake.

ওহেলে = for that.

পারে = on beyond.

ওরে = on that side (near)

মইধে = in the middle.

।। কয়েকটি উদাহরণ ।।

হাম্ উকে খাবো নহি কর্লঁ = আমি উহা খাইলামও না।

শিখ্বো নেহি কেরি = শিখিবেই না।

উমানে জানবো নেহি কর্লা = তাহারা কখনই জানে নাই।

হাম্ নাহাবো কর্লি = আমি স্নানও করিলাম।

উ আওবে করয়ই = সম্ভবত সে আসিতে পারে।

তঁয় উ ডহর যাবে হেলে বাঘ্ তকে মারবে কেরি = তুমি ঐ পথে যাইলে বাঘে তোমাকে মারিয়া ফেলিবে।

হাম্ খাবে করব্ = আমি খাইবই।

আঘাই গেলাক্ = খেয়ে পেট ভরে যাওয়া।

হাম্ নাহাবো কর্লি = আমি স্নানও করিলাম।

উ আওবে করয়ই = সম্ভবত সে আসিতে পারে।

তঁয় উ ডহর যাবে হেলে বাঘ্ তকে মারবে কেরি = তুমি ঐ পথে যাইলে বাঘে তোমাকে মারিয়া ফেলিবে।

হাম্ খাবে করব্ = আমি খাইবই

আঘাই গেলাক্ = খেয়ে পেট ভরে যাওয়া।

হাম্ আঘাই গেলি, কা পেটে খাব্।

= আমার খেয়ে পেট ভরে গিয়াছে আর কি পেটে খাইব? আনসা = ভিত্তিহীন অপ্রীতিকর কথা বলাকে। ধুকুর্ / চুকুর্/ধুকুর্, পুকুর = ইতস্ততঃ (uncertain)

হদিয়ায়েক্ = হতাশ হওয়া (To despair)

কেইয় ঘুরাএক্ = উত্তর দেওয়া (To answer)

গুড়িয়াএক্ = অনুসরণ করাকে (To follow)

আড়য়াএক্ = আদেশ করা (To order)

গড়্ লাগেক্ = মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করা।

গড় লাগি = প্রণামি।

যোগএক্ = দরদের (to take pity on)।

কুর্মালি শব্দ ও তুলনীয় অন্য ভাষা শব্দ

(১)

কুঃ- ডর্ = প্রাঃ ডর

কুঃ- যাহ = প্রাঃ- সাহ, শ্রীকৃ-যাহা (জল নিম্নস্থ ভূমি)।

কুঃ- লুল্হুয়া = প্রাঃ- লুলই, লোলই, শ্রীকৃ-লুলে

কুঃ- দুধুমাঁই = প্রাঃ বুড্‌ঢিত মাই, শ্রীকৃ-বুড়িঅ মাই, (পিতামহি)

কুঃ- গট্‌ঠ = প্রাঃ - গোট্‌ঠ

কুঃ- বাভন = শূন্য পুরাণ-বাম্ভন।

কুঃ- গরি = প্রা- গরিএ (গর্হ), শ্রীকৃ-গালি, বিদ্যাপতিতে-গারী

কু- থন = থনে = প্রাঃ থন, খন, শ্রীকৃ-তনে।

কু- সইল = প্রাঃ মোথডহ, হি-মোথরা/মুথরা, শ্রীকৃ-মোথড়া, জোয়ালের গুজিকাঠ।

কু- সবন্নাঁখা = সবন্ন + আঁখা (সবন্ন = সুবর্ণ = প্রাঃ সুবন্ন)

কু- অরে = প্রাঃ অরে, শ্রীকৃ-আরে।

কু - চোরী/চোরিঅ = হি-চোরী, প্রাঃ-চোরিঅ।

কু- ছিনারী = শ্রীকৃ-ছেনারী (কুলটা)

কু- মিঠ = প্রাঃ- মিট্‌ঠ

কু- ভুর্খা = প্রাঃ ভুক্‌খা, শ্রীকৃ-ভোখে

কু- বেড়/বেড়না = প্রাঃ- বেড়, শ্রীকৃ-বেড়ে (বেস্টনে)

কু- খঁদ = শ্রীকৃ-খন্ধ

কুঃ- ঝুপড়ী = শ্রীকৃ-চুপড়ী

কুঃ- চিমড় = প্রাঃ চম্মড় (চম্মট), ম-চামট

কুঃ- পিয়াস্ - প্রাঃ- পিয়াসা, শ্রীকৃ-পিয়াসত, বা-পিপাসা

কুঃ- অমল = প্রাঃ- আম্বল, শ্রীকৃ-আম্বল

কুঃ- টেড়্হা = শ্রীকৃ-তেরছ, প্রাচীন, সং-তেরচ্ছ, (তির্যক)

কুঃ- সিয়াঁর = প্রাঃ- সেয়াল, শ্রীকৃ-সিহাল

কুঃ- পকড়ি (ধরিয়া), প্রাচ্য হিন্দি-পংখড়ী, শ্রীকৃ-পাখুড়ী

কুঃ- বুভটি = পাঃ- বুভ্টি

কুঃ- ধম্ম = পাঃ ধম্ম

কুঃ- পুত্ = পাঃ পুত্ত

কুঃ - বন্ন = পাঃ বন্ন (রং)

কুঃ- গন্ড = পাঃ গন্ত

কুঃ-পব্বত = পাঃ পব্বত

কুঃ- পোখর/ পোখর =

পাঃ-পোখ্র (পুষ্কর)

কুঃ- থিতি = পাঃ ঠিতি (স্থিতি)

কুঃ- ঠিন্/ঠাঁই = পাঃ- ঠান (স্থান)

হিয়ায় = প্রাঃ হিঅঅ (অন্তর)

গাহৈয়া = প্রাঃ গাইআ (গায়ক)

বাও - প্রাঃ- বাউ (বায়ু)

তঁয়- প্রাঃ-তং, তুমং (তুমি)

দলিদ্দি = প্রাঃ- দলিদ্দ (দরিদ্র)

দেঅর = প্রাঃ-দিঅর (দেবর)

মুহ = প্রাঃ- মুহ (মুখ)

বহু = প্রাঃ- বহু (বধূ), হি-বহু

বাকড় = প্রাঃ বক্কল (বন্ধল)

দম্ভ = প্রাঃ-দম্ভ (দভ)

সিরি = প্রাঃ-সিরি (শ্রী)

আঅঅ = মঃ, প্রাঃ-আঅঅ (আয়ত)

লআ = মঃ প্রাঃ - লআ

হিআআ মঃ প্রাঃ হিঅঅ

সৈহি মঃ প্রাঃ সহি (সঠিক)

বাহম্ মঃ প্রাঃ -বাহং

কুর্মালি = ব্রজভাখা

বঁহে = বহোঁ (বঁহা)

সিআই = সিআই (সিলাই)

গদ্দন = গদ্দ্ন (গর্দন)

কুঃ গহুম্ = হিঃ গেহু, বান

কুঃ কুছু = হি কুছু, বাঃ ......

কু-অগলি = হিঃটগলী, ক-অ...

কুঃ- সুই = হিঃ-সুই, বা- ....

কুঃ-খন্দড়ি/খাঁদা = হি খন্ডড়(...)

কুঃ- ফুল্উয়ারি = হি ফুলওয়াড়ী

কু-পুতহু = হি পুতোহু (পুত্রবধূ)

কু- ভৌজাই = হিঃ- ভৌজাই (...)

কুঃ রিচেক্ = হি-রিচি এক্

কু- নাতা = হিঃ নাতা (জ্ঞান)

কুঃ- লর্ = হিঃ আসু, বাঃ- অশ্রু

কুঃ- ফিন্/ফির্ = হিঃ-ফিন্

কুঃ- ঠঁঠ = হিঃ-ওঁঠ, বাঃওষ্ঠ

কুর্মালি ও হিন্দির সাদৃশ্য ধাতু-

ফেঁক, ভাগ্, ভেজ্, খিব্, পুছ্, চুক, কুদ, মল্, রো, লোট (ঘুরা), ফান্ (ফান্দ), সমঝ (= বুঝা), পকড় (পকড়ী), ঠহর (=স্থির), ঠাহর (= স্মরণ করা), টহল ঘুম্ (ঘুরে আসা) ও

(২)

কুর্মালি ও ভোজপুরীর সাদৃশ্য ও পার্থক্য। যথাঃ-

পুস = পস = পৌষ

পাস = পাস = পার্শ্ব

হার = হর = হাল

ধুরা = ধুরি = ধুলি

সেঁওআর = সেবার = শৈবাল

গা'র = গারি = গালি

মন্দিল = মন্দিল = মন্দির

থারি/থরিয়া = থারিয়া = স্থালিকা

পীপড় = পীপর = পিপ্পল

ভাখি = ভাখা = ভাষা

বাভন = বাভণ = বামন (ব্রাহ্মণ)

সাঁওলা/সাঁওরা = সাঁবল = শ্যামল (ব-এর উচ্চারণ 'উঙ্ঘ')

(৩)

প্রচলিত কুর্মালি শব্দ (অনেকে এগুলিকে 'অষ্ট্রিক' ভুক্ত করেছেন)-

ঠুলি = ঢাকনা

ঢং = ভাবধারা

ডাগর = বড়

ঢক্‌রা = পেট বসে যাওয়া

ঠকর = কেজড়

ঠুঁঠা = যাহার আঙ্গুলগুলি নষ্ট হইয়াছে।

ডেরা = সম্পূর্ণ অস্থায়ী থাকিবার স্থান।

ঢেলা/ঢেরা = ছোট বড় মাটির ডাব।

ঢেলা = দোলনা

ঢাঁগা = লম্বা

ডাহা = সম্পূর্ণ।

ঠঙ্গা = পাতার তৈরী

ডনা = পাতার তৈরী যাহার বাটির পরিবর্তে ব্যবহৃত হয় অঘরীর বান্দর নাচান গীতের অংশ "ডনাই ডনাই মদ পরসই হিলই কানেক সনা।"

ঠমক্ ঠমক্ = থেমে থেমে

ডগা = আঁখে শেষ প্রান্ত।

ডভা = ছোট গর্ত্ত যাহাতে জল থাকে।

টিপি/টিপ = চতুষ্পার্শ হইতে উঁচু মাটির স্তুপ।

(৪)

কতকগুলি বৈশিষ্ট্য মূলক কুর্মালি শব্দ। যথাঃ-

আঁক = পশু আট্‌কাইবার জন্য গোজ দিয়ে তৈরী কপাট বিশেষ।

কুঁকা = বোবা।

বঁড়্চ = কোমরে জড়িত কাপড়ের অংশ বিশেষ।

ঘিঁব = ঘন ঘন।

আঁট = শক্ত (কাজ)।

চাঁড়্ = তাড়াতাড়ি।

ঠুনি = কাঠের ফলক।

চেঁদরা = বিরক্ত করে যে

খেঁচ্‌রা = নাড়া দেওয়া

ঝরক্ = তাপ।

ফতেক্কা = পতাকা।

খাড়হি = কাঠি

খুক্‌ড়া = মুরগা

খরখস্যা = অমসৃণ।

ভকভঁড় = হাবাগোবা

হেঁট = নীচ।

কুম্‌মা = খড়ের আটি দিয়ে শীত আড় আশ্রয়।

চুলহা = চুল্লী।

কাল্‌হা = ঠাণ্ডা

লেল্‌হা = সাধারণ বুদ্ধিহীন।

পাল্‌হা = পাতা।

চিন্‌হাপ = পরিচিত।

গড় = পা।

সুপ্‌তি = পায়ের পাতা।

খড়্‌রি = ঘরের দেয়ালে কুলঙ্গি বিশেষ।

সাঁঘা = দ্বিতীয় বিবাহ।

লুগা = কাপড়।

গহমা = মাইসাড়ি

গিদর = ছেলেমেয়ে

অনা = চুপি কানপেতে শুনা।

ডহর = মেঠো রাস্তা।

ডেহ'র = উঠান।

অখনী = মাড়াই ধানের খড় ঝাড়িবার জন্য।

অধন = ভাতের জন্য জল।

আফর = ধানচারা।

ইজ্‌তিয়া = জ্যোৎস্না রাত্রি।

খেরই = খামার।

গেড়ে = হাঁস।

ঝিঁট = সেচ করা।

তিতকি = সরু জ্বলন্ত কাঠি।

পিঁদাড় = ঘরের পিছন দিক।

লহমায় = মূহুর্ত্তে।

বেহরি = চাঁদা।

সগড় = গাড়ী নিরেট চাকা

হুল = শিলাবৃষ্টি শিলা।

।। প্রচলিত গীত।।

১। কুমালি বিয়ের গীত-

ক) হেল ভিন্‌সরয়া মুরুগাইঁ দেলহ বাং
হেল ভিন্‌সরয়া মুরুগাইঁ দেলহ বাং।
উঠে ধনি, বাহারাইঁ গে ছাহাইঁ ছাহাইঁ
রৌদে অল্‌হরি যাবে ভুখে ঝমরি যাবে গে।
ক্যাইসে হামে বাহারাম্ ছাহাইঁ ছাহাইঁ
কাঁহা পানি পিয় কাঁহা ছাহা পাড়বৌ?

দ্রষ্টব্যঃ- ভিন্‌সার > ভিন্‌সরয়া = ভৌর। বাং = ধ্বনি। ছাহাইঁ = ছায়াতে। অল্‌হরি
অবশপ্রায়। ঝমরি > ঝম্‌রি = মুহ্যমান। পানি = জল।

খ) আজি মকে সুপতি ডালয়া দেলি, খেলে বেটি দুয়ারিইঁ
আজাইঁ মকে অওলাহি বিহা দেলা কবতু ন খেলে দেলি।

দ্রষ্টব্যঃ- আজি স্ত্রী লিঙ্গ = ঠাকুরমা। আজা- পুং লিঙ্গ। সুপতি < সুপ্, সুপল = ছোট কুল

(গ)

কন আমা হেরিহর, কন আমা পিয়র
কন আমা সিন্দুর বরণ?
সেহ আমা বিছে গেলা কনিয়াই কুঅরি
রাজা বেটাইঁ ধেরল আঁচর।

দ্রষ্টব্যঃ- পিয়র = প্রিয়। কনিয়াই = বিয়ে কনে। কুঅরি = কুমারী। আঁচর = অঙ্গল।

(ঘ)

কয়ে শয়ে আয়য়ে হাতিয়ারে ঘড়ওয়া
কয়ে শয়ে আয়য়ে বরিয়াত
কয়ে শয়ে আয়য়ে বরিয়াত।

দ্রষ্টব্যঃ- আয়য়ে = আসে। ঘড়ওয়া = ঘোড়া। বরিয়াত = বরযাত্রী।

(ঙ)

ভগ্নী শ্বশুর বাড়ী যাচ্ছে - ভাই বোনের দুঃখ ব্যঞ্জক গীত--

চললাইঁ বইনি চললাইঁ রে
শীতে শীতে বইনি চললাইঁ রে
রৌদে রৌদে বইনি চললাইঁ রে।
বাপা করা বইনি ছুটলাইঁ রে

মাইঁয়ো করা বইন ছুটলাইঁ রে।
উল্লইট দেখু বইনি, পালাইট দেখুরে
মাইঁয়া মুহ দেখু বইনি, ক্যাইসে ছুটলাইঁ রে।

দ্রষ্টব্যঃ- চললাইঁ = যাইতেছে। বইনি > বহিন = ভগ্নী। বাপা = পিতা। করা = কোল, ক্রোড়। ছুটলাইঁ > ছুটল = ফুরাইল।

(চ)

পিতৃগৃহ হইতে যাইবার সময় কনের দুঃখ---

বাপা বাপা কহলি, বাপা নেহি শুনে (লা)।
ডালি টঁকা লভে, বাপা বেটি বিদাই দেলা দুরানা দেশ।।
বাপা পিছে পছতই দুরানা দেশ।
নাই নাই বহলই দুরানা দেশ
সাড়ি গাঙ্গাড়ি লভে নাই বেটি বিদাই দেলা দুরানা দেশ
মায়ঁ পাছে পছতই দুরানা দেশ।
ভাইয়া ভাইয়া কহলি ভাইয়া নেহি শুনে
শালা ধতি লভে ভাইয়া বহিন বিদাই দেলা দুরানা দেশ।
ভাইয়া পিছে পছতই দুরানা দেশ।

দ্রষ্টব্যঃ- লভে = লোভে। নায় = নৌকা। গাঙ্গাড়ি = ঘাগুঘরা। পাছে = পশ্চাৎ। পছতই = পস্তান। শারাধতি = শালাধুতি।

২। কুর্মালি করমগীত :

(ক)

এথি এথি জাওয়া কিয়া কিয়া জাওয়া
জাওলম ভাইয়া কুরতি বহুলা
সেহ হেতে হেত গেলা গহমন সাপা
চাড়ু চাড়ু সাপা উজ্জনী ঘাটা
ঘাটা ছাড়িহা সাপা কিয়া ফুল পায়ল
পাওলম ভাইয়া কুরথি বহুলা।

(খ)

ছাতা দেহ ঠেঙ্গা দেহ মাইঁ হামরা
হামে যাবে বেহিনী শাশুঘার।
তঁহি যে যাবে বেটা বেহিনী শাশুঘার
কুল্হিক্ মুড়াইঁ ভরল যমুনা।
একে ঝিঁট্ ঝিঁটম্ মাই, দুয়ে ঝিঁট্ ঝিটম্
তিনে ঝিঁটে মাইঁ গ শুখাবৌ যমুনা।

(গ)

ক্যাসন্ ক্যাসন্ বাজয়ে নাগড়া নিশান
ক্যাসন্ ক্যাসন্ বাজয়ে কর্তাল?
দাং দিপিং বাজয়ে নাগড়া নিশান
ছম্র ছম্র বাজয়ে কর্তাল।

৩। কুম্মালি সহরই গীত:

(ক)

অহিরে— অহ পারে গঙ্গা, এহ পারে যমুনা
মঁয়ি ধেনু গেয়ারে চরায়ত
গঙ্গা যমুনা নদী ভরল
মর গেইয়া রহল টেকায়।
মর যে গলাকে বতিয়া কেহবে
বাছুরিকা করত যতন
গঙ্গা যমুনা অহরলে
মর গেইয়া ভুখরলে আয়য়ে।

দ্রষ্টব্যঃ- টেকায় = আটকে। গলাকে = মালিককে। বতিয়া = কথাকয়ে। অহরলে = বন্যা কমিলে। ভূখরলে = হাম্বা করিতে।

(খ)

অহিরে— কন দিয়া বরয়ে সাঁঝে কা বেরিয়ারে বাবু হো
কন দিয়া বরত বিহান?
কন দিয়া বরয়ে আমা মাড়য়াইঁ
সেহ দিয়া বরত বিহান।

দ্রষ্টব্যঃ- কন = কোন। দিয়া = প্রদীপ। বরয়ে = জ্বলে। বেরিয়া = বেরা = (সাঁঝ) বেলা। বিহান = সকাল। আমা মাড়ুয়া = আম পল্লব যুক্ত বিবাহ ছামড়া।

(গ)

অহিরে— কাহে গেইয়া কাঁদয় কাহে গেইয়া খিজয়
কাহে গেইয়াক্ নয়নায় বহেহেক্ লর্
অহিরে — সোনেকি গলাইঁ আনতৌ সোনেকি গলিনিয়া
শিরে ফেঁকতৌ দুবি ধান।

দ্রষ্টব্যঃ- গেইয়া = গাভী। খিজয় = বিকলি করা। লর = অশ্রু। সোনেকি = সোনার। ফেকতৌ = ছড়াইবে। দুবি = দুর্ব্বা।

(ঘ)

অহিরে— কনেয় গনয় ডালয় ঘিঁচঘিঁচ তারিয়ারে
কনে ত গনয় মধু মাছি?

অরে — কনেহি গনয়ে পানিকা বুঁদ
কনে ত ডেগয়ে সমুনদর ?

(ঙ)

অহিরে— রামেহি গনয়ে ঘিচ্ ঘিচ্ তারিয়ারে
লছমনে গনয়ে মধু মাছি।
সিতাহি গনই পানিকা বুঁদ
হনুমানে ডেগয়ে সমুনদর।

৪। কুর্মালি ডাঁইড় নাচের ঝুমুর :

(ক)

রং- হামকে—বাঁধি দেলা মন সুতাক ডোরে জ্বর জ্বর পেম শরে
ভাদরে আদর কেরি পিয়া ছাড়ি গেল গ-অ-অ
ক্যাইসে একেলি হাম্ রহম্ ঘারেইঁ ?
আয়ল আশ্বিন মাস সভেকে উলাস গ-অ-অ
মর দুয় নয়নাইঁ লর ঝরেই।
কাত্তিকে কালি পুজা রাস ন'জকাই গ-অ
ক্যাইসে একেলি হাম্ রেহম ঘারেই ?
আয়ল অঘন মাস উজলা সনালী মাঠ গ-অ-অ
(মর) কাঁদি কাঁদি দুয় নয়নায় লর্ ঝরেই।
চার মাস বিতলি সনালি অঘন গ-অ-অ
পিয়া পরশ মিলন বিনু আঁখি ন বুতাঁই গ-অ

(খ)

পঁহচল আষাড় মাস নয়া রম্ভা হিয়া
গীত বাজনা বাজে চমকে ছাতিয়া,
হাম্কে নাচে যায়েলায় দিহা।
শুন গ-অ শশু মর, শুনে মর পিয়া
আজু কেরি রাইতে মকে, মানা না কেরিহা
(হাম্কে) নাচে যায় দিহা।
শুনে গ সঁইয়া মর, শুনে মর পিয়া
আজু না যায়ে দেলে, ন রাখব হিয়া।

দ্রষ্টব্যঃ- মন সুতাক = মনের সুতাতে। পেম = প্রেম। পিয়া = প্রিয় (Lover)। রহম্ = রহিব। আয়ল = আসিল। ন'জকাই = নিকটে আসে। বিতলি = পার হইল। আঁখি = চক্ষু। বুতাঁই = বন্ধ হয় অর্থাৎ ঘুম আসে না। রম্ভা = কোমল। হিয়া = অন্তর। ছাতিয়া = বুক। দিহা = দিবেন। সঁইয়া = স্বামী।

৫। কুমালি টুসু গীত:

(ক)

খেল্ ভাঙ্গে লো সঁগতিরা, মায়েঁ হামর্ ডাকৈসাহি
খেলেক্ গটি ঘুরিদে হঁ, মাঁই মর্ কাঁদৈসাহি
বেরা উঠেক্ ঝিকিমিকি টুসু কাহে উঠেস্না?
কাহে টুসুক মন বাঁকলাহেক, খলি কেথা কেহ'না।

দ্রষ্টব্যঃ- সঁগতি = সাথি। গটি = গুটি। ঘুরি = ফেরৎ দাও। বেরা = বেলা (সূর্য্য)। ঝিকি
= ঝলমল। খলি = খুলিয়া। কেথা = কথা।

(খ)

হামর্ টুসু মঁড়ি ভাজয় দলান কঠাক্ ভিতরে।
অপর টুসু ছহ্ড়া মাগি, আঁচর পাতি মাগেরে।।

(গ)

ঝাঁপা ফুরেক্ বাসে টুসু দলয়ে গেলি ভাঁসি
এব্রি দলনে দেয়া যায়বে সরসতীক্ ঘাটে।

দ্রষ্টব্যঃ- ফুরেক্ = ফুলের। দলায়ে = নৌকাতে। সরসতীক্ = স্বরসতী নদীর।

(ঘ)

মায়িকে কহব মায়িকে কহব মনেকেরি কেথা
হামর্ লাগি আনোবে মাইঁ পেমঝুরি কাজর্লাতা।

দ্রষ্টব্যঃ- মায়িকে = মাতাকে। কহব = বলিব। হামর্ = আমার।

৬। উধয়া গীত

(মাঠে কাজ করিতে করিতে গাওয়া হয়)

(ক)

বাঁধ দেলে রাজা দেশেকেরি অড়ে
পিঁড়িয়াত দেলে অঝর গড়
ঝলকতে আয়য়ে শিরেকা গাগরিয়া
মলকতে আওয়ে পেনিহর।
শুনা মর আগলি, শুনে মর পেছলি
শুনে মরঁ মেঝল পেনিহর
তহরি যে ঘৈলাইঁ ময়াকে নিরমল পানি
রসিকা খায়েলে ঢলি যায়ে।

দ্রষ্টব্যঃ- অড়ে = শেষ সীমায়। পিঁড় = বাঁধের আইল। শিরেকা = মাথার। গাগরিয়া = পিতলের জলপাত্র। নেইহর = নৈহর = পিত্রালয়। আগলি = অগ্রগামী। পেছলি = পশ্চাৎ অনুগামী। মেঝল = মধ্যে যে। পানিহর = জল হরণকারী অর্থাৎ যে জল আনিতেছে। তহরি = তোমাদের। ঘৈলা = জলপাত্র। ঢলি = অজ্ঞান হওয়া।

(খ)

যঁদে যঁদে পিয়া গেল হো অ অ
সরিষা বুনলে গেলা
হেলৌ সরিষা ত ভেল হো-অ
সরিসাকা ডগা পিয়া হো
টুঙ্গি না লিহা হো
হেওয়ে দিহা ইজতিয়া রাতি।

দ্রষ্টব্যঃ- যঁদে যঁদে = যে দিকে। ভেল = ভাল। ডগা = মুকলিত অংশ। টুঙ্গি = তুলিয়া লওয়া। ইজ্‌তিয়া = জ্যোৎস্না।

প্রফেসার শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ সাহার "ভাষাতত্ত্ব ও ভারতীয় আর্য্য ভাষা" পুস্তিকা হইতে সংগৃহীত ভোজপুরি, মৈথিলি ও মগহী বাক্যগুলি ও তাহাদের কুর্মালি অনুবাদ নিম্নে দেওয়া হইল।

<u>ক-১</u>

ভোজপুরি - আধা রাতকে খুবে ঘন ঘোর অন্থরিয়া ছবলে রহে।
কুর্মালি - আধা রাতকে খুভে ঘুট ঘুটিয়া আঁধারিয়াই ছওলে রহেক।

ভোঃ - চিতৌরকে সবে লোক নীনমে বেহোস রহে।
কুঃ- চিতৌরেক সভে লক নিঁদে বেহুস্ রেহৎ।
ভোঃ- ওহী ঘড়ি মীরা ওহ সহর সে বিদা হো গইলী।
কুঃ- অহী ঘড়ি মীরা উ সহরলে বিদাই হেই গেলী।
ভোঃ - কেহু উকরাকে না বোকল। রাহতা এগো নদী মিললে।
কুঃ- কেহু অকে/অখরাকে নেহি বক্‌ল। বাটমে এগগ নদী মিল্‌লেক।
ভোঃ- মীরা ওহ মে কুদ্ পড়লী।
কুঃ- মীরা অহটাঁই কুদি পড়লী।

ক-২

ভোঃ- নউয়া ওঁহ খেতে মে গোঁহু বোঅলেস।
কুঃ- নউআ উ খেতে গহুম্ বুন্‌লে আহে।
ভোঃ- উ গৌহু যব পকে সুরু ভয়ল তব উহে চোর কাটে বদে এলন।
কুঃ- উ গোহুম্ যব পকে সুরু হেলেক তব অকরে চর কাটে লায় আইলেক।
ভোঃ- তব উ বীচ খেতে মে খাটিয়া লেজাকে সুতল।
কুঃ- তব উ বীচ্ খেতে খাটিলেই জাইকে সুতল্।

খ-১

মৈথিলি - তুলসীদাসক জীব স হমরা লোকনিকে নীক শিক্ষা ভেটৈছ।
কুর্মালি - তুলসীদাসেক জীবন সে হম লক্ নেত শিখা পাইয়।
মৈঃ- ও এক গরবী ব্রাহ্মণ পরিবারমে উৎপন্ন ভেল ছলাহ।
কুঃ- উ এক গরীব বাভন ঘারে জনম লেরহঅ।
মৈঃ- বাল্যকালমে হুনক মাতা পিতাক দেহান্ত ভএ গেল ছলৈহি।
কুঃ- গিদরেক্ ক্ষেনেই অকর মাঁই বাপেক মরন হেই গেরহেক।
মৈঃ- হুন্‌কা দেখনিহার কেহু নহি ছলৈন্তি।
কুঃ- অকে দেখভাল কেরেক কেহু নেহি রেহেকে।

খ-২

মৈঃ- পত্র পঢ়ল। পঢ়ৈত কাল্ আঁখি স নীরক ধার বহল।
কুঃ- চিট্‌ঠী পড়্‌ল। পড়হেৎ কাল আঁইখ লে লর্ বহ্‌ল।
মৈঃ- পত্র অন্ত হোইত সুখাইও গেল। চায় কাত ঘুরিকর দেল কেও অছি তনে। সংযো
কেও ছল নহি।

কুঃ- পত্তর শেষ হেঐতে সুখাঅ গেলেক। চার ধাইর ঘুরিকে দেখলঁ কেহু আহাত ত নেহি। সংযোগ সে কেহু রেহৎ নেহি।

গ

মগহী - আধা রাতকে কুচকুচ অন্ধেরিয়া হল।

কুর্মালি - আধারাইতকে কুচকুচিয়া আঁধার হেলেক।

মঃ- চিতোরকে জেতনা লোগ হলন সব নিন্দ্মে বেহোস হল।

কুঃ- চিতোরে জেতনা লক রহত সভে নিঁদে বেহুঁস রহত।

মঃ- অইস্‌ন বখত মীরা উ সহরসে রওয়ানা হো গেল।

কুঃ- অস্‌ন বখত মীরা উ সহরলে রওনা হেই গেলি।

মঃ- কোই ওকরা রোক্‌লেক্ নেহি। রাহমে এক নদী মিলল।

কুঃ- কোই অকে রোক্‌লেক নেহি। বাটে এক নদী মিল্‌লেক।

মঃ- মীরা ওকরা মে কুদ পড়্‌ল। ওকরামে পানীকে ধার তেজ হলা। ধারা ওকরা বহালে চল্‌ল।

কুঃ- মীরা অথিইঁ বুদি পড়লি। অথিইঁ পানিক বহি তেজ রহ্‌লেক। বহিইঁ অকে বহাই লেই চল্‌লেক।



।। কুর্মালি ও অন্যান্য তুলনীয় ভাষা ।।

১। কুর্মালি:-

কন আদমীক দু/দুগো বেটা রহয়। উমান মঁইধে/অকর্ মঁইধে ছেটকা বাপ্‌কে কহলেক এ বাপ, ধন মে সে হাম অর বাঁটে/হিসসাঁয় হেই সো হাম্‌কে দে। তব উমান কে /উস্‌কে আপন ধন বাঁটি দেলএক্।

শ্রদ্ধেয় সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিত "Language and literature of modern India" হইতে তুলনীয় ভাষাগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল—

(ক) বিহারী মগহী:- এক আদমিকে দুগো বেটা হল্‌থিন্। উন্‌কানহি মে সে ছোটকা আপন বাপসে কহলা অক্‌কে এ বাবুজি তোহর চিজ বগর মে সে যে হাম্ অর বখরা হো হেই, সে হম্‌রা দে দও। তব উ আপন সব চিজ বস উন্‌কা নহি দুনো মে বাঁট দেল অক্।

(খ) বিহারী ভোজপুরী:- এক আদমি কা দু বেটা রহে। ছোট্টকা আপন বাপ সে কহল অস কি- এ বাবুজি ধনমে যে হাম্ অর হিস্‌সা হো যে সে বাঁট দি। তব উ আপন ধন দুনো কে বাঁট দেল্‌অস।

(গ) বিহারী সেদানী বা ছোটনাগপুরিয়া:- কোনো আদমি কের দুঝন বেটা রহই। উমান মইধে ছোটা বাপকে কহল্ এক এবাপ, খরজই মধ্যে যে হাম্ অর বাঁট ওয়ারা হেই, সো হামকে দে। তব উমান কে আপন খুরজই বাঁট দেল এক।

(ঘ) বিহারী মৈথিলি:- কোনো মনুষ্যকে দুই বেটা রহই নহি। ও সিকা ছোটকা বাপসা কহল কই নহি জে অ বাবা ধন সম্পতিমে সা যে হাম্ অর হিস্‌সা হোই, সে হামরা দিয়। তখন উ-হুন্ কা আপন সম্পত্তি বাঁটই দেলথি নহি।

(ঙ) বাংলা:- এক ব্যক্তির দুই পুত্র ছিল। তার মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্র পিতাকে কহিল, পিতা সম্পত্তির যে অংশ আমার হইবে তাহা আমাকে দিন, তাহাতে তিনি আপন সম্পত্তি তাহাদিগের মধ্যে ভাগ করিয়া দিলেন।



৺ক্ষুদিরাম মাহাত

(অবিভক্ত মানভূমের প্রথম সাংসদ ছিলেন)।

সমগ্র কুড়মি সমাজ, কুড়মালি ভাষা ও সাহিত্য চর্চার জগতে ক্ষুদিরাম মাহাত এক বরেণ্য ও প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষ। এই অসামান্য প্রতিভাবান মানুষটির জন্ম ১লা আগষ্ট, ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে পুরুলিয়া শহরের সন্নিকটে হুলকা গ্রামে এক কৃষক পরিবারে। তাঁর পিতার নাম বৈকুণ্ঠনাথ মাহাত ও মাতার নাম ইন্দুবালা মাহাত। গোটা কুড়মি সমাজের প্রথম উচ্চশিক্ষিত মানুষজনদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। ১৯৩৭ সালে মেট্রিকুলেশন পরবর্তীকালে পাটনা কলেজ থেকে স্নাতক এবং ল কলেজ থেকে আইন পাশ করেন ১৯৪৩ সালে। পরবর্তীকালে ১৯৪৬ সাল থেকে পুরুলিয়া কোর্টে পুরোপুরি আইন ব্যবসায় নিজেকে যুক্ত করেন। সেই সঙ্গে চলতে থাকে কুড়মালি ভাষায় চর্চা, গবেষণা এবং সমাজসেবা। আশির দশকে রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয়ে কুড়মালি ভাষার প্রতিষ্ঠা ও স্বীকৃতির আন্দোলনে তিনি ছিলেন অন্যতম নেতা। কেবল তাই নয় কুড়মালি ভাষার শিক্ষা ও পঠনপাঠনের জন্য তিনি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন। যার অন্যতম হল-

১) কুড়মালি শব্দকোষ।

২) প্রাগৈতিহাসিক ভাষা কুড়মালি।

৩) কুড়মালি ভাষাতত্ত্ব।

৪) কুড়মালি সাহিত্যেক ইতিহাস, রুপ, চিস।

৫) কুড়মালি সাহিত্যেক ইতিহাস।

ভাষা ও সাহিত্য চর্চার সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতির জগতেও তাঁর অবদান চিরস্মরণীয়। ১৯৫০ সালে গোটা কুড়মি সমাজের মধ্যে তিনিই প্রথম সাংসদ মনোনীত হন। ভাষা গবেষণা ও চর্চার স্বীকৃতি স্বরূপ পুরুলিয়ার বিখ্যাত সাহিত্য ও লোকসংস্কৃতির পত্রিকা 'ছত্রাক'-এর পক্ষ থেকে ১৯৯৬ সালে তাঁকে সম্মান ও পুরস্কার প্রদান করা হয়। সমাজের গর্ব এই প্রতিভাবান মানুষটি ১৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৯ সালে দেহত্যাগ করেন।

মুলকি কুড়মালি ভাখি বাইসি